সংস্কৃতির ভূমিকা

অর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাক বসন্ত - দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং

প্রকৃতি পরিবেশের সমান অধিকার -- এমন নীতিবোধ থেকেই গড়ে উঠেছিল মৌলিক পরিবেশ - বিজ্ঞান সাহিত্য। ব্যতিক্রমি এই বিজ্ঞান - সাহিত্য বিশ শতকের ছয়ের দশকে এই পৃথিবীতে তুমুল আলোড়ন ফেলে। বলা যায় আধুনিক পরিবেশ চর্চা, পরিবেশ আন্দোলনের স্রষ্টা রাচেল কারসনের এই গ্রন্থ।

তাঁর এই বিখ্যাত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আলো করা বইটি-- দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং, আমাদের হুঁস ফিরিয়ে দিয়েছিল। গত পঁাচের দশক থেকে আমেরিকায় ফলন, আরও ফলনের আশায় দিকে দিকে ক্ষেতে খামারে ছড়ানো হয়েছিল কীটনাশক, রাসায়নিক ডিডিটি। বলা হয়েছিল, ফলনের লাভ অনেকটাই কীট - পতঙ্গ পোকামাকড়ে খেয়ে নেয়। উদ্ধৃত্ত ফসল, আরও ফলন, দেশে - বিদেশে বাণিজ্য আরও অর্থনৈতিক মুনাফা এনে দেবে। ক্ষেত - খামারের পরিসর, প্রকৃতির আপন কোল আলো করা সবুজের আহ্বান, কিংবা হলুদ ফসলের অধিকার থেকে শুধুই কর্তৃত্ববান মানুষের। আরও কারও, কোনও জীবপ্রাণের অধিকার যেমন তাতে নেই।

ধরিত্রীর আস্তরণের উর্বর মাটি, খাদ্য ফলনের সম্ভাবনা সমৃদ্ধ। পৃথিবীর ফলবতী বুকে আশ্রয় লাভ করে প্রকৃতি পরিবেশ প্রাণ। কত রকমের উদ্ভিদ, তগুল্ম, গাছগাছালি, অরণ্য বেড়ে ওঠে এই মাটিতে। মানুষ যেমন সেই মাটিকে শ্রমসুন্দর জীবনের ছন্দে ফলবতী করে তোলে, প্রায় তেমনভাবেই ক্ষেত মাটির বন্ধু পোকামাকড় জমিকে উর্বর হতে সাহায্য করে। অন্যদিকে ফসলের ক্ষতি করে এমন কীটপতঙ্গ পাখিদের খাদ্য। গাছে গাছে ফল ধরে। মাছেরা নদীতে আপন আনন্দে চলে ফেলে। শস্যভরা ক্ষেতের উচ্ছল - প্রাণ - সঞ্চার যেন পাখিদের ডানায়ও তরঙ্গ তোলে। বসন্ত আসে। নরম হলুদ বিকেলের স্নেহচ্ছায়ায়। পাখিরা কলতানে জানিয়ে দেয়, তাদের সন্তান সম্ভাবনার কথকতা। জীবনে জীবন যুক্ত হয়। বৃহত্তর প্রাণচক্র ঋতুতে আবর্তিত হয়। কাছের লোকালয় জেগে থাকে নানান পশুপ্রাণের আনাগোনায়। ক্ষেতভরা ফসল, কীটপতঙ্গের চলাফেরা, পাখির কলতান, মাছেদের নির্ভার সন্তরণ আর সবুজ সংগীত মাঝে মানুষের যাওয়া আসা। আপাত তুচ্ছ পোকামাকড় থেকে, উচচ প্রাণ - প্রকৃতি আর মানুষ, যেন গড়ে ওঠার ছন্দে মেতে ওঠে। একে অপরের পরিপূরক স্বচ্ছন্দময় জীবন সত্যে। যাত্রী, সহযাত্রী -- এমন ভাবনা ও ভাবের ঐক্যই গড়ে তোলে সুষম পরিবেশ জীবন।

আবার আপাত তুচ্ছ কোনো দুর্ঘটনা বৃহত্তর বিপর্যয় সংকেত বহন করতে পারে। বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে সেই সব ঘটনা বিশ্লেষণ করতে হয়। যেমন করেছিলেন রাচেল কারসন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আমেরিকায় বসন্ত এল; ক্ষেত ভরা ফসল। কিন্তু পাখিরা গান গাইছে কই! এমনকি ঘটল তাদের জীবন আনন্দে? তারা যে গান গাইছে না!

এই প্রশ্ন একজন বিজ্ঞান - সাহিত্যিকের। যিনি প্রত্যক্ষ পরিবেশে বাস করে, অনুসন্ধান করেছেন ওই অবস্থা। পর্যালোচনা করেছেন বিজ্ঞানীর চোখ ও মন দিয়ে। সাহিত্যিকের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন পরিবেশ - পরিস্থিতির। আর এমন বিপর্যস্ত অমানবিক পরিবেশ অবস্থাকে বিশ্লেষণ ও ব্যক্ত করেছেন এক অনবদ্য ভাষায়, সাহিত্য সৃষ্টি - পথে। এমন দৃষ্টি থেকে সৃষ্টিতে উত্তরণ যিনি অনায়াসে করতে পারেন, তিনিই তো আমাদের পরিবেশ সাহিত্যিক। 'দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং' - এ আসবার আগে রাচেল কারসন - এর জীবনটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

।। দুই ।।

আমেরিকার বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও পরিবেশ - বিজ্ঞান লেখিকা রাচেল কারসনের জন্ম ১৯০৭ পেনসিলভেনিয়ায়। জন্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন (১৯২৭)। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩১-৩৬) প্রাণীবিদ্যা নিয়ে গবেষণাও শিক্ষকতার কাজ করেছেন। ১৯৩৬-৫২, তিনি 'জেনেটিক বায়োলজিস্ট' রূপে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। জীব, প্রকৃতি, পরিবেশসংরক্ষণ বিষয়ে তাঁর গুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'নিউ ইয়র্কার' প্রভৃতি বিখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত হতে থাকে। সামুদ্রিক দূষণ নিয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ 'দ্য সি অ্যারাউন্ড আস্' (১৯৫২), 'আন্ডার দি সি ওয়লড', 'দি এজ অফ দি সি' -- সামুদ্রিক দূষণের ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমাদের প্রথম সজাগ করে তোলে। পরিবেশ সমস্যা ও ইকোলজি চর্চা যখন তেমন কোনও পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠেনি, সেই ছয়ের দশকের শুতে, তাঁর ইতিহাস সৃষ্টিকারি বই 'দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং' পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মে সাড়া ফেলেছিল।

আমেরিকায় ব্যাপক কৃষি উৎপাদন করতে গিয়ে কীটনাশক রাসায়নিক বিশেষত 'ডিডিটি'-র ভয়ঙ্কর প্রকোপে বহু প্রাণী সম্পদও প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাসসাম্য নষ্ট হয়। প্রকৃতি পরিবেশের এই দূষণ সম্বন্ধে এই বইটিই প্রথম সাড়া জাগায় আধুনিক পরিবেশ চেতনা গড়ে তোলে। কৃত্রিম কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভেষজ কীটনাশক প্রস্তুতির দিকে নজর দিতে আরম্ভ করা হয়। পরিবেশের দূষণ ও সংরক্ষণ প্রশ্নে আন্দোলনেরও শু হল সেই সময় থেকেই। একাধারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সাহিত্য কর্মের জন্য, রাচেল কারসন, বহু পুরস্কার লাভ করেন। 'ন্যাশনাল বুক আওয়ার্ড ফর নন ফিকশন্' 'গোল্ড মেডেল অফ নিউইয়র্ক জুলজিকাল সোসাইটি' এবং 'কনসারভেশনিস্ট আওয়ার্ড --- ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ ফেডারেশন' তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আবার আর একদিকে 'রয়াল সোসাইটি অফ লিটারেচার' - এর সম্মানিত ফেলো ছিলেন। 'ন্যাশলান ইনস্টিটিউট অফ আর্টস অ্যান্ড লেটারস'- এর সদস্য 'ইু এসফিস স্ট্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ সারভিস' - এর 'এডিটর ইন চিফ'। এত সব গুণের অধিকারী কারসন যখন এমন বিরল ইকোলজি ট্রাজেডিনিয়ে বইটি লিখলেন স্বাভাবিক কারণেই সম্প্রতি বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ দশটি গ্রন্থ নিয়ে যে 'হল অফ ফেম' নির্মাণ করা হয়েছে, তাতে গৌরবের সঙ্গে এই বিজ্ঞান - সাহিত্যটি পূর্ণ মর্যাদায় স্থান পেয়েছে।

মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন পারিবেশিক গৃহবাণীর। আপাত তুচ্ছ কীটপতঙ্গের কথাও ভেবেছিলেন, যেমন ভেবেছিছেনল পাখিদের কষ্ট, কষ্ট নদী কিংবা বনভূমি অথবা কাছের মাটি প্রাণের। এমন তথ্যপ্রাণ ও পরিবেশ চেতনা সমৃদ্ধ বইটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদ কখনও রূপকথার ঢঙে, আবার কখনও - বা অভিজ্ঞতা - প্রতিবেদন ছন্দে বিন্যস্ত।

।। তিন ।।

১৯৭০ সাল অবধি পরিবেশ সচেতনতা মুখ্যত দূষণ কেন্দ্রিক ছিল। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবর্জনা, বায়ু দূষণ, রাসায়নিক কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা বর্জ্য জলীয় দূষণ, সমুদ্রে জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত তৈল দূষণ ইত্যাদি। আমেরিকায় ১৯৬৯ সালে প্রথম 'জাতীয় পরিবেশ নীতি আইন' (এন.ই.পি.এ.) তৈরি হল। যে কোনও নতুন কলকারখানা পরিকল্পনায় পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা বাধ্যতামূলক হল। এরপর পরিবেশ সচেতনতা আরও বড় আন্দোলনের রূপ নিল। ১৯৭০ সালে প্রথম পৃথিবী দিবস পালন শু হল। ১৯৭২, স্টকহোমে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্থানীয় পরিবেশ এবং বিশ্ব পরিবেশ সমস্যাসমূহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা শু হল। পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশমুখি পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা গড়ে উঠতে থাকল। যে কোনও উন্নয়ন ব্যবস্থার যে অর্থনৈতিকও পরিবেশজাত অবস্থায় ভূমিকা থাকে -- এমন ধরনের আলোচনার সূত্রপাত ঘটল সেই প্রথম। এইখান থেকেই বিশ্বপরিবেশ চেতনা এবং পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয় নিয়ে দিকে দিকে আলোচনা ও প্রয়োগ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। দারিদ্র ও পরিবেশ দূষণ এমন প্রসঙ্গও বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

ইউনাইটেড নেশনস-এ পরিবেশ সংরক্ষণে এন জি ও -দের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনাকে বিষে প্রাধান্য দেওয়া শু হল। এই থেকেই ১৯৭২ সালেই জাতি সংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউ এন ই পি) -র কাজকর্ম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ১৯৮৭ সালে ব্রান্ডটল্যান্ড রিপোর্ট - এ পরিবেশ সংক্রান্ত ভবিষ্যত কর্ম -আদর্শ ও পরিবেশ সহায়ক জীবন পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও চর্চা আরও এগিয়ে এল। ১৯৮৭ সালে ডব্লিউ সি উ ডি, 'আওয়ার কমন্ পিউটার' নামে বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করে। এরপ ১৯৯২ সালে, রিও-র বসুন্ধরা সম্মেলন। যেখানে বিশ্বের প্রায়

১৭৮টি রাষ্ট্র, ১০০-রও বেশি রাষ্ট্রনায়ক যুক্ত হয়েছিলেন। পরিবেশ অবস্থার ক্রম অবনতি সামাল দিতে প্রতিটি দেশে কার্যকর ব্যবস্থা, পরিকল্পনার নানা উদ্যোগ, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, গ্রীনবেঞ্চ প্রভৃতি গড়ে তুলতে হয়। বলা যেতে পারে বাধ্য হতে হয়, কারণ ততদিনে প্রায় প্রতিটি দেশে, কি উন্নত, কি উন্নতিশীলপ্রায় সর্বত্রই আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, পথঘাট দূষণ ছায়ায় আক্রান্ত। মানুষ বিপর্যস্ত রোগ মহামারীতে। রিও - তে বসুন্ধরা সম্মেলনে -- অ্যাজেন্ডা ২১,দ্য রিও ডিক্লারেশন -- শপথ নেওয়া হল। প্রাধান্য পেল পরিবেশমুখি জীবন- আচরণ ও উন্নয়ন। তার জন্য দরকার প্রকৃতিমুখি স্থিতিযোগ্য পরিবেশ সংস্কৃতি। দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সামাজিক - অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিস্তৃত করতে দেশে দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকেও আরও সুদৃঢ় করা হয়। কিন্তু আইন, সেমিনার, সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় সবটা হয় না। হয় না যে তাও দেখা হয়েছে। ৯২-র পর বায়ুদূষণ, নদীতে সমুদ্রে, মাটিতে দূষণভার, আমাদের নিত্যজীবনে আরওযেন বিস্তারিত হয়েছে। আগামী দিনে এই অবস্থা আরও ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর হতে পারে এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রযুক্তি ব্যবস্থা, আইনি কাঠামো এবং সরকারি - বেসরকারি নানান ছোট - বড়, সফল - আধা - সফল উদ্যোগ সত্ত্বেও, পরিবেশচেতনাকে সর্বত্রগামী করে গড়ে তোলা যায়নি। পরিবেশ স্বাস্থ্য, বৃহত্তর মানুষের জীবন ধারন ও অবস্থার উন্নতি, তেমনভাবে ঘটানো আজও যায়নি। সত্যি বলতে কি, পরিবেশ রক্ষার দায় ও দায়িত্ব যে ছোট - বড়সমস্ত মানুষেরই আছে এই দায়িত্ব - কথা মানুষের দৈনন্দিনজীবন চেতনায় স্থান পায়নি। কাছের প্রকৃতি পরিবেশের কোনও ক্ষতিসাধন ঘটল কিনা, কোথাও কোনও ঘটনা বৃহত্তর পরিবেশ কিংবা জীবন বিপর্যয় - কেউ ডেকে আনতেচলেছে -- এইসব বিষয়ে এখনও মানুষের বৃহত্তর সচেতনতা কিছু গড়ে ওঠেনি। কাছের বস্ততন্ত্রকেও মানুষ কিন্তু কখনও গায়ের জোরে, রাজনৈতিক আস্ফালনে অথবা কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থে, আঘাত করেই চলেছে। এমন অবস্থা চলতেথাকলে স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ বান্ধব সংস্কৃতি চিরকালই অধরা থেকে যাবে। ভবিষ্যতের জীবন হতে পারে অস্তিত্বরক্ষারই মহাসংকট।

নানান বাস্তবিক পরিবেশ ব্যবস্থা পরিকল্পনাকে জীবন অভিমুখী করে নিত্যদিনে যেমন যুক্ত করতে হবে, তেমনই পরিবেশ সংস্কৃতিকেও যুক্ত করতেই হবে জীবনযাত্রার আনন্দ পথে। এই যাত্রায় সাহিত্য - সংস্কৃতি, বিজ্ঞান - প্রযুক্তি, আন্তছন্দযুক্ত পথে এসে মিলবে।সাহিত্য - সংস্কৃতি বড় ভূমিকা নেবে বৃহত্তর মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য পুর্নগঠনে আর সামগ্রিক পরিবেশ চেতনার উদবোধনে।

।। চার ।।

পরিবেশ সাহিত্যকে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং প্রখর মানবিক অনুভবে বিন্যস্ত করেছিলেন রাচেল কারসন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা -- এমন এক প্রতিবেদন শক্তিকে আমাদের সামনে রাখল, যা থেকে কিছু মানুষের হুঁস ফিরে এল। ভুল, আরও বৃহত্তর ভুল থেকে শস্যক্ষেত্র, নদী, বনভূমিকে চিরতরে নির্বান্ধব হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল।

পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ বইটির পরিচ্ছেদ বিন্যাস অত্যন্ত অর্থবহ। ‘এ ফেবল্ ফরম টুমরো’ দিয়ে আরম্ভ করেছেন। খুব ছোট পরিচ্ছেদ। কিন্তু গভীর বিপর্যয়ের মুখোমুখি করেছেন যেন আমাদের অধ্যায়টির শেষে বলেছেন,

ড্রব্ধ ড্রব্দত্রপ্তজন্ত্রস্তুন্ত ব্দনপুন্দ্ধন্তুন্দস্তু ব্ধড়ন্দ্ব্ল স্পনন্তুন্দব্দ স্পন্দ্র ব্দম্নাজন্দ্ধ ন্ড ন্তুস্পক্তুব্ধপুন্দব্দব্দ ব্ধস্পভ্রুব্দ ন্ড America? বড়নব্দ স্তুস্পস্ন নব্দক্র্রব্ধব্ধন্দব্পস্নাব্ধ ব্ধস্প ন্দ্বপ্রস্নাপ্তুন্ড.

নির্বাক বসন্তের কার্যকারণ বলবার আগে পাঠকদের নিয়ে যাচ্ছেন লোককথার মতন কল্পনায়। নীতিগল্পবিশেষের আশ্রয় নিচ্ছেন যেখানে জীবজন্তু, গাছপালা, মানুষের মতন যেন অবয়ব ধারণ করেছে। এত বড় ঘটনাকে প্রাঞ্জল ভাষায় মানুষের একেবারে মনের দরজায় পৌঁছে দিতে, এমন ভাষাশৈলীর প্রয়োজন ছিল। সঠিক স্ব-নির্বাচিত গঠনশৈলি দিয়ে সমস্যা - কথায় আসার আগে ভবিষ্যতের লোককথা আঙ্গিককে সামনে আনছেন। সহজ - সরল পরিপূর্ণ সেই বিন্যাস। আমেরিকার কোনও একটি লোকালয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যেখানে সমস্ত জীবপ্রাণ মিলেমিশে পরিবেশ সংগীত যেন গড়ে তুলছে। ক্ষেতভরা ফসল, পাহাড় ঘেরা ফল বাগান, সবুজ জমি মিলেমিশে যেন অপরূপ বসন্তকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। শরৎকালীন ওক্, মেপ্‌ল্ আর বার্চ - বৃক্ষরাজি কত না রঙের ঢেউ তুলেছে, পাইনের প্রান্ত রেখার ছন্দে। শরতের ভোরের মায়াবী আলোছায়ায় হরিণেরা ক্ষেত রেখার ছন্দে। শরতের ভোরের মায়াবী আলোছায়ায় হরিণেরা ক্ষেত পেরিয়ে চলেছে, ডেকে উঠছে পাহাড় কোলের শেয়ালরাও। সুন্দর প্রকৃতি পরিবেশের বর্ণনা সুন্দর ভাষার আরও যেন প্রাণবন্তকরে তুলছেন। এব

ার বলছেন সেই পাখিদের কথা ---

[illegible]

এ যেন আদর্শ বস্তুতান্ত্রিক ভূমি। যেখানে মানুষ ভূমি, প্রকৃতি, জীবপ্রাণ, পরিবেশ সব মিলেমিশে সকল গৃহবাণীকে যেন জীবনসংগীতের মহাছন্দে আনছে। নির্মল ঝরনায়, জল - আবাসে মাছেরা তাদের জীবন চত্রে আরও সজীব হয়ে উঠছে। এমন আনন্দময় জীবনচত্রে, হঠাৎ আঘাত হানলে মৃত্যুর যেন কালোছায়া। কৃষকেরা সব বলাবলি করতে লাগল অদ্ভুত রোগের কথা। ডাক্তারেরা হতবাক হয়ে উঠল। রোগ মহামারি হয়ে উঠতে লাগল অত সুন্দর প্রাকৃত লোকালয়ে। আর কি ভয়ঙ্কর সেই পরিণতি---

[illegible]

মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এল আরও বড় বাহুবলে -- কেউ বাদ গেল না; পাখিরা ত নয়ই---

[illegible]

কি বেদনার মতো বেজেছিল। পাখি সংগীত হারা, বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ছে, অসহায় কলতান। যেন মৃত্যুর নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে অসাছে ক্ষেতে, জঙ্গলে আর জলাভূমিতে। অন্যান্য প্রাণী পতঙ্গদের কি দশা---

[illegible]

জীবন চলচ্ছবি, চলমান প্রাণগঠন যেন থেমে পড়ছে। জলপ্রাণ শেষ হয়ে আসছে।

[illegible]

এমন আশর্চ্য সহমরণ, নিস্তব্ধ প্রাণচত্র, এসবের কারণ বলেছেন---

[illegible]

মানুষ, যে মানুষ যাত্রী হয়েও জীবনযাত্রার মর্যাদা রক্ষা করে না ভ্রূক্ষেপ করে না সহযাত্রীর জীবন অধিকার। সেই আত্মসর্বস্ব, আত্মবিস্মৃত যার নিজেরাই মনের হুঁস নেই, সেই মানুষই পৃথিবীতে নতুন জীবনের আশাকে স্তব্ধ করে ফেলল!

এবার দেখা যাক কেমনভাবে অন্য পরিচ্ছেদ আনছেন। ক্রমবিবর্তন এবং ঘটনা ও বিশ্লেষণের পরম্পরাকে ধরতে যেন পারা যায়। 'A Fable for tomorrow'-র পর, The obligation to endure, Elixirs of Death, Surface waters and underground seas, Realms of the soil, Earth's Green mantle, Needless Havoc, And No Birds Sing, Rivers of Death, Indiscriminately from the Skies, Beyond the Dreams of the Borgias, বড়ন্দ্ব ণ্ড্রত্তপ্পঞ্চ ত্নক্তজনন্তুন্দ্ব, বড়ক্তজপ্সত্তন্ধড় ট্ট ত্ত্বক্তজক্তজপ্সভ্র্ন্সস্তুপ্সভ্র, খুন্দ্ব ন্স ড্রন্দ্বক্তজম্ভ ঠপ্সত্তক্ত, ত্ত্বন্ধত্তক্তজন্দ্ব ঠনন্ধড়ন্ধব্দ চ্রন্তুন্স, বড়ন্দ্ব ত্মত্তপ্পস্তুন্দ্বন্ধব্দ প্সন্দ্র ট্রু ট্রপ্তুন্তুড়ন্দ্ব, বড়ন্দ্ব খন্ধড়ন্দ্বক্ত ত্মপ্সত্রস্তু,---এত ব্যাপক ও বিস্তৃত এই পর্যালোচনা ভাবলে অবাক হতে হয়। পরিচ্ছেদ বিন্যাস থেকে হয়ত অনেকটাই আন্দাজ করাও যায়। আর কি গদ্য শৈলী, যেন কবিতার সুর ও ছন্দ ফল্গুর মতন সঙ্গী হয়েছে। যেমন শব্দ চয়ন, বিজ্ঞান ভাষা তেমন অনবদ্য, মরমী কবির যেন ভাষা। কথকতা। কখনও নৈর্ব্যক্তিক আব ার কখনও স্পষ্ট কথা দৃঢ় করে সরাসরি বলেছেন। কিসের জন্যে তাঁর এত ব্যথা। প্রকৃতির জন্যে।

তাদের দুঃখের কথাকে, দায়ী মানুষের কাছে, সরাসরি প্রতিবেদনে যেন এনে দিচ্ছেন। কি ভয়ানক পরিণতি। আশা করছেন এতে যদি মানুষের হুঁশ ফেরে। সরকার যেন সুনীতি নিয়ে এগিয়ে আসে। তার আইনানুগ ব্যবস্থা ও দায়িত্ব নিয়ে। বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করে দেখুক বিকল্প ব্যবস্থা, বিকল্প কীটনাশকের উদ্ভাবনা। প্রযুক্তি এগিয়ে আসুক তার প্রকৃতিমুখী দায়িত্ববোধ নিয়ে নিয়ন্ত্রিত প্রায়োগজ্ঞান, বাসাম্য রক্ষার শপথ এবং স্থিতিযোগ্য প্রকৃতি নিকটবর্তী প্রকৃত পরিকল্পনার প্রয়োগ আদর্শ গড়ে উঠুক আগামী দিনের পরিবেশ ভবিষ্যতে। এম আশা করেছিলেন রাচেল কারসেন।

মনে রাখতে হবে, খুবই অর্থবহ সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি কাজ করেছিলেন। নিজেই বিজ্ঞান প্রযুক্তির অনেকটাই বুঝতেন বলেএকজন কৃতী সাহিত্যশিল্পীর পক্ষে অমন দৃষ্টি দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপ - অ ামেরিকার প্রবল অগ্রগতিতে বহু ভূমিকা নিয়েছিল, প্রযুক্তি। সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নতির ধারায়, একঝোঁকা উন্নতির উল্লাসে, আপাত সামান্য তুচ্ছ ঘটনা যে অতিবড় পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, তা কিন্তু চোখে পড়েনি। একই সময়ে চাঁদে যাবার মহাকাশ পথে মাথা বাড়িয়েছে মানুষ। উন্নতিশীল দেশে, বিশেষত নিবিড় উন্নত দেশসমূহে, এবং অবশ্যই আমেরিকায় অগ্রগতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বেকারত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। আর পাশাপাশি বড় বড় অর্থনৈতিক ঋণ দিয়ে অনুন্নত দেশগুলিকে ওপর থেকে চাঙ্গা করার চেষ্টা চালানোও হল। ভাবা হয়েছিল, সরলরেখায় অঙ্কের নিয়মে উন্নয়ন হবে, কিন্তু সেই উন্নয়ন সর্বত্রমুখি হয়নি, হয়নি সর্বত্রগামি। কিছু মানুষেরঅর্থনৈতিক সুবিধা হয়েছিল, কিন্তু বৃহত্তর মানুষের ফল জোটেনি। দারিদ্র্য বেড়েছিল, চাপ বেড়েই চলেছিল পরিবেশের ওপর। বনভূমিসবুজ অরণ্য ক্রমশই বিপর্যস্ত হতে থাকল।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা লাফিয়ে বেড়ে চলায় খাদ্যের জোগন বাড়াতে হচ্ছিল। আর একদিকে নিজস্ব দেশিয় কৃষি - সংস্কৃতি, ভুমিসংরক্ষণ প্রভৃতি অবহেলিত হতে লাগল। এমন সময়েই আমেরিকায় সর্বত্র অধিক ফলনের উদ্দেশ্য কীটনাশক রাস ায়নিক প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই কীটনাশক পরীক্ষা করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। যে সব তথ্য সাইলেন্ট স্প্রিং এ আছে।

পরের পরিচ্ছেদ The Obligation to Endure-এ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এই পৃথিবীতে জীবন প্রাণের ইতিহাস হচ্ছে জীবন প্রাণ কেমন করে তার চারপাশের সঙ্গে ব্যবহার করছে, মিথস্ক্রিয়া বজায় রাখছে। পরিবেশও তার চারপাশে এই মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এই ছন্দ বজায় রাখাই সামগ্রিক প্রাণ সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু বিশ শতকে মানুষ এত বেশি শক্তিশালি হয়ে উঠল, যে পৃথিবীর স্বাভাবিক চরিত্র পাল্টে দিতে লাগল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকেই পৃথিবীতে সবথেকে বেশি দূষণের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। বায়ু, মাটি, নদী, সমুদ্র মারাত্মক দূষণ বর্জ্যে আক্রান্ত হতে থাকল। কারসন খুব বড় মাপের সাবধানবাণীটি এবার শোনাচ্ছেন যে, এমন দূষণ ছড়িয়ে দিচ্ছে মানুষ যা কিন্তু চিরতরে এই পৃথিবীর বিপর্যয় ডেকে আনবে। কত সুশৃঙ্খল ভাষার গঠন। আর একেবারে সর াসরি বলেছেন, পৃথিবীকে ভালবেসে, পৃথিবীর কথা, বলেছেন নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে ট্রনটিয়াম ৯০ নির্গত হয়ে জল, বায়ু, পৃথিবীর আস্তরণ সব বিপর্যস্ত করে দিতেপারে। সেই স্থায়ী দূষণ - ছায়া প্রবেশ করতে পারে পশু - পাখির দেহে, এমনকি ম ানুষেরই অস্থি - মজ্জায়। অরণ্য প্রকৃতি কেউই রক্ষা পাবে না রাসায়নিক দূষণ থেকে। চেয়েছিলেন মানুষ পরিবেশ সহয াত্রীদের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হোক। বলপ্রয়োগ থেকেবিরত থাকুক জানাচ্ছন,

ড্ডত্তক্তজন্দ্ধ ন্ধড়ন্দ্ব স্মত্রব্দন্ধ শুক্তত্রক্তজন্ধন্দ্বক্ত — ক্তন্দ্বন্ধত্তক্তজন্তু, ন্ধড়নব্দ স্মাপ্সভ্রন্দ্বক্ত ড্রব্দ ত্সন্ধ প্সপুন্ত ন্সন্তক্তজন্দ্বব্দন্দ্বস্তু ন্ধপ্স প্সন্দ্ব

[illegible]

এত স্পষ্ট সাবধান সংকেত এমনভাবে কেউ জানাতে পারেননি।

মানুষর ও প্রকৃতির জৈব প্রাণক্ষমতা, পৃথিবীর সহ্য শক্তি ভবিষ্যতে আরও ক্ষীণ হয়ে আসবে এমন কথাও কারসন জানিয়েছিলেন, তাঁর স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ মরমী ভাষায়। বেহিসেবি রাসায়নিক বিষত্রিয়া। বলেছেন যুদ্ধের সময়কালীন যেসব যুদ্ধ মানুষ প্রকৃতির ওপর চালিয়েছিল, উদ্ভাবন করেছিল শত শত বেহিসেবি কীটনাশক, তা থেকে ভাল - মন্দ সমস্ত পোকামাকড় একই সঙ্গে নির্বিচারে সহমরণে গেল---

[illegible]

১৯৪৭ থেকে ১৯৬০-এ শুধু আমেরিকায় পাঁচগুণ কৃত্রিম কীটনাশকের বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছিল। এই সময়েই কারসন আর্সেনিক দূষণের কথাও জানিয়েছেন। বিস্তৃত করেছেন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। অসামঞ্জস্য ডিডিটি কিভাবে জীবনের ওপর স্থায়ী প্রভাব ফেলবে। তার পিছনের ইতিহাস, সঙ্গে সঙ্গে বাকি ইতিহাস কথাও নির্ভিকভাবে বিজ্ঞান - সাহিত্যের ভাষায় জানাচ্ছেন।। আলড্রিন সমেত প্রতিটি কীটনাশকের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। '[illegible]' আরম্ভই করেছেন,

[illegible]*

ভবিষ্যতে জল সংকট সম্বন্ধে সাবধান করে দিচ্ছেন। বলচেন সীমিত জল সম্পর্কে, ত্রমশই স্ফীতকায় জনসংখ্যা বিপর্যস্ত হবে। আরও মারাত্মক অবস্থা হবে কারণ মানুষই সেই সীমিত সম্পদের ওপর ত্রমাগত দূষণ ছড়াচ্ছে। মানুষ যেন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, হুঁস হারিয়ে ফেলছে।

[illegible]

জল থেকে স্থলে আসছেন স্বচ্ছন্দ শক্তিতে। প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ সূত্র, প্রাণশৃঙ্খলায় যেন গাঁথা। ভুললে চলবে না।

Here again we are reminded that in nature nothing exists alone, To understand more clearly how the pollution of our world is happening, we must now look at another of the earth's basic resources, the soil."

পৃথিবীর ওপরের সামান্য আস্তরণই প্রাণ জীবনকে রক্ষা করে চলেছে। এ যেন এক বিস্ময়। সৃষ্টিরও রহস্য। প্রাণীজগত, মানুষ,জীবপ্রাণ সকলেই এই মাটির ওপর নির্ভরশীল, আবার একে অপরের প্রতিও নির্ভরতায় প্রতিষ্ঠিত। মৃত্তিকা প্রাণচত্রকে কত সহজ - সরল করে সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করেছেন,

[illegible]

নপ্পম্মাস্পজঞ্চরূঞ্চ ন্তড়ন্দ্বপ্পনন্তপ্ত ন্তড্রুঞ্চন্দ্ব্দ ত্রঙ্গন্দ ন্তপ্সব্দঞ্চরুঞ্চপ্তন্ত ন্দ স্মাজপ্সঞ্চঞ্জন্দ্বব্দব্দ, ন্তপ্স্লুন্দ্বজঞ্চন্তঞ্চ ন্দ্বপ্তন্দ্বপ্পন্দরুঞ্চব্দ স্তন্দ্বজ্ঞন্নন্দ্বস্ত ন্দ্রজপ্সপ্পত্রন্তজত্রুস্ত ভ্রঞ্চন্দ্বজ ন্দ ন্দ্রপ্সজপ্পব্দ ব্দত্ত্বনঞ্চস্তন্দ্ব ন্দ্রপ্সজ ত্ত্বব্দন্দ্ব প্সন্দ্র স্মাপ্তরুঞ্চব্দ. ঢত্রপ্তপ্ত ঞ্চড়ন্দ্বব্দন্দ্ব ন্তড্রুঞ্চন্দ্বব্দ পুন্নন্তঞ্চ প্সজঞ্চন্দব্দপ্পব্দত্রজন্দ্বত্রন্তত্ত্বঞ্চন্নন্দ্বত্রঞ্চন্দরুঞ্চব্দ.

সত্যি বলতে কি মৃত্তিকা পরিবেশ কি এবং কেন সকলের মতন করে, সাহিত্য ভাষাকে অবলম্বন করে সহজিয়া করে তুললেন। বোঝার কোনও বাকি রাখলেন না। বিজ্ঞানকে অতিরঞ্জিত দুর্বোধ্য গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করলেন। খোপবদ্ধ প্রাণচর্চাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। সাহিত্য - বিজ্ঞান জীবন - সংস্কৃতি হয়ে যাতে ওঠে, তার জন্য মাটিতে পা রেখে, প্রত্যক্ষ তাঁবু যেন ফেলেছেন প্রকৃতি - পরিবেশে। পরিবেশ কথা বোঝাচ্ছেন তীক্ষ্ম অনুসন্ধানি দৃষ্টি দিয়ে। সকলের বোধগম্য করে গড়ে তুলছেন পরিবেশ সাহিত্য। ভবিষ্যতমুখি জীবন - সংস্কৃতি। আর সবুজ আত্মকথা---

“Water, soil, and the earth’s green mantle of plants make up the world that supports the animal life of the fact, he could not exist without the plants that harness the sun’ energy and manufacture the basic foodstuffs he depends upon for life. Our attitude towards plants in a singularly narrow one.”

সংকীর্ণময় আচরণে জীবনদায়ী বসুন্ধরা অধরাই থেকে যাবে এমন কথাও শুনিয়েছিলেন।কারণ মানুষ স্বঘোষিত প্রকৃতি জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রাণেরই বিদ্ধে যাচ্ছে আর ধবংসকে বরণ করে আনছে। যার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আগামীদিনের স্থিতিশীল পরিবেশ ভবিষ্যত ও উন্নয়নের পথে এই জয় ঘোষণা নিছকই ‘Needless Havoc’---

টুব্দ প্ল্রু স্মাজপ্সন্তন্দ্বন্দ্বস্তব্দ ঞ্চপ্সভ্রজস্তব্দ ঞ্চড়ন্দ্বত্রুপ্সক্তস্তন্দ্বস্ত ঞ্চপ্সত্রপ্ত প্সন্দ্র ঞ্চড়ন্দ্ব ন্তপ্সুশুত্ত্বন্দ্বব্দঞ্চ প্সন্দ্রত্রঞ্চত্ত্বজন্দ্ব, ড়ন্দ্ব ড্রব্দ ভ্রজনঞ্চঞ্চন্দত্র স্তন্দ্বস্মাজন্দ্বব্দব্দন্তঞ্চ জন্দ্বন্তপ্সজস্ত প্সন্দ্র স্তন্দ্বব্দঞ্চজত্ত্বন্তঞ্চনপ্স, স্তনজন্দ্বন্তঞ্চন্দ্বস্ত প্সঞ্চ প্সুপ্তস্তত্রঞ্চব্দঞ্চ ঞ্চড়ন্দ্ব ন্দ্বজঞ্চড় ড়ন্দ্ব ন্দড্রন্তব্ধব্দ স্তুঞ্চত্রঞ্চন্দব্দঞ্চ ঞ্চড়ন্দ্ব পুনন্দ্রন্দ্ব ঞ্চড্রঞ্চ ব্দড্রজন্দ্বব্দ নঞ্চ ভ্রনঞ্চড় ড়নপ্প.*

তাই এই অবস্থা! ভয়ানক পরিণতি--- “And no Birds Sing” বসন্ত এসে গেল পাখিরা কই গাইছে না ত! ইলিনয়ের এক গ্রাম থেকে লেখা এক গৃহিণীর চিঠি, প্রশ্ন করেছিল American Museum of Natural History-র অধ্যক্ষকে---

স্থভ্রড়ন্দ ভ্রন্দ প্সপ্প্লন্দ্বস্ত ড়ন্দ্বজন্দ্ব ব্দনপ্র ন্তুড্রজব্দত্রঞ্চপ্স, ঞ্চড়ন্দ্বজন্দ্ব ভ্রব্দত্র ভ্রন্দ্রপ্তঞ্চড় প্সন্দ্র ন্তুজস্ত পুনন্দ্রন্দ্ব ঢ স্মাত্ত্বঞ্চ ত্ত্বস্মাত্র ন্দ্রন্দন্দ্বস্তন্দ্বজত্রুস্ত ড্রস্তত্র ব্দঞ্চন্দ্রস্তন্ত ব্দঞ্চজন্দ্রপ্প প্সন্দ্র ন্তজস্তন্ত্রপ্তব্দ, ন্তড়নন্তস্মস্তন্দ্বন্দ্বব্দ, স্তপ্সভ্রুনন্দ্বব্দত্রুস্ত ন্তত্ত্বঞ্চড্রঞ্চন্তড়ন্দ্বব্দত্রুস্ত ভ্রন্তঞ্চন্দ্বজত্রুস্ত ঞ্চড়ন্দ্ব ন্তজস্তন্ত্রপ্তব্দত্রুস্ত ন্তড়নন্তস্মস্তন্দ্বন্দ্বব্দ জুপ্সত্ত্বঞ্চড়ঞ্চ ঞ্চড়ন্দ্বনজ ক্তপ্সত্ত প্সুন্দ্বব্দ ন্দ ঞ্চড়ন্দ্ব ব্দত্ত্বপ্পপ্পন্দ্বজ.

টুন্দ্রঞ্চন্দ্বজ ব্দন্দ্বন্দ্বজ্ঞপ্ত ভ্রুড্রজব্দ প্সন্দ্র ডডডব ব্দস্মাত্তুন্ত ঞ্চড়ন্দ্ব ঞ্চপ্সভ্রু নব্দত্রপ্তপ্পপ্সব্দঞ্চ স্তন্দ্রপ্সনস্ত প্সন্দ্র জপ্সন্তব্দত্রুস্ত ব্দঞ্চজপ্তন্তঞ্চব্দ,স্থ

ঢঞ্চ নব্দ ড্রজস্ত ঞ্চপ্স ন্দ্বপ্রস্মপ্তন্ত ঞ্চপ্স ঞ্চড়ন্দ্ব ন্তড়নপ্তস্তজন্দ ঞ্চড্রঞ্চ ঞ্চড়ন্দ্ব ন্তুজস্তব্দ ড্রন্দ্ব ন্তন্দ্ব প্সনপ্তপুন্দ্বস্ত প্সন্দ্রন্দ্র, ভ্রড়ন্দ ঞ্চড়ন্দ্বন্ত ড্রন্দ্ব পুন্দ্রজন্দ্বস্ত ন ব্দন্তড়প্সপ্সপ্ত ঞ্চড্রঞ্চত্র ঠন্দ্বস্তন্দ্বজ্ঞপ্ত ন্ত্রভ্র স্মাজপ্সঞ্চন্দ্বন্তঞ্চব্দ ঞ্চড়ন্দ্ব ন্তুজস্তব্দ ন্দ্রজপ্সপ্প ভ্রনপ্তপুন্তঞ্চ প্সু ন্তস্মঞ্চত্ত্বজন্দ্ব. ‘নপ্তপ্ত ঞ্চড়ন্দ্বন্ত ন্দ্বন্দ্বজ ন্তপ্সপ্পন্দ্বত্রস্তপ্স’ ঞ্চড়ন্দ্বন্তত্রব্দপ্স,ত্রুস্ত ঢ স্তপ্স প্সঞ্চ ড্রন্দ্ব ঞ্চড়ন্দ্বত্রুব্দভ্রন্দ্বজ. বড়ন্দ্ব ন্দ্বপুপ্পব্দত্রজন্দ্ব ব্দঞ্চনপুপ্ত স্তুভ্রন্তঞ্চত্রুস্ত ব্দপ্সত্রজন্দ্ব ঞ্চড়ন্দ্ব ন্তুজস্তব্দ. ঢন্দ্রত্রুস্তঞ্চড়ন্তঞ্চ ন্দ্বন্তঞ্চ স্তপ্সুন্দ্বঞ্জ ট্রত্রুস্তঞ্চড়ন্তঞ্চ ন্দ্ব স্তপ্সুন্দ্বঞ্জ ট্রু ঢ স্তপ্সত্রুস্তঞ্চড়ন্দ্বঞ্জ’

এই মর্মস্পশী পরিবেশে বিপদের উত্তর কি? কিছু কি আদপেও করা যাবে? কি করতে পারি এখন? -- এই সব প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক। আরও বড়মাপের প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে আসছে দূষণ ছায়ায় ঢেকে যাওয়া এই বসুন্ধরায়। উত্তর ক্রমশই কঠিন হয়ে চলেছে। কিবলব আমরা শিশুদের জিজ্ঞাসার উত্তর, ‘পাখিরা কৈ’? পৃথিবীর কোন্ গ্রামের কোনও বনপথ ধরে যেতে যেতে বলে ওঠে-- ‘নীলকণ্ঠপাখি কৈ বাবা?’

লক্ষ লক্ষ একর জমিতে, অরণ্যে, সেই মারণ কীটনাশক ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। কি থেকে কী হতে পারে ভাবা হয়নি। পরিবেশক বিপর্যয়ে তৈরি হল--- ‘River of Death’ । কি সেই পরিণতি--

‘নঞ্চড়ন্দ ঞ্চত্রপ্স স্তুভ্রব্দ স্তন্দ্রস্তত্রুস্ত স্তুভ্রন্তঞ্চ ন্দ্রনব্দড়, ন্দন্তপ্তত্ত্বস্তন্তঞ্চ প্ল্রুন্ত ক্তপ্সত্তন্তঞ্চ ঞ্চপ্তপ্পপ্সু, ভ্রন্দ্বজন্দ্ব ন্দ্রপ্সক্তস্তত্রপ্তপ্সুন্তঞ্চ ঞ্চড়ন্দ্ব ত্রুপ্সব্দ প্সন্দ্র ঞ্চড়ন্দ্ব ব্দঞ্চজন্দ্রপ্প. চজপ্সপ্সপ্স ঞ্চজপ্সত্ত্বঞ্চত্রপ্তব্দপ্সত্রস্মাস্মাজন্দ্বস্তত্রপ্পপ্সুন্তঞ্চ ঞ্চড়ন্দ্ব স্তন্দ্রস্ত ন্দ্রনব্দড়ত্রুস্তত্রপ্তপ্সুন্তঞ্চ ঞ্চড়ন্দ্ব জপ্সস্তব্দত্রুস্ত ন্দ ঞ্চড়ন্দ্ব ভ্রপ্সপ্সস্তব্দ, ন্তুজস্তব্দ ভ্রন্দ্বজন্দ্ব স্তুভ্রন্তঞ্চ টপ্তপ্ত ঞ্চড়ন্দ্ব পুনন্দ্রন্দ্ব প্সন্দ্র ঞ্চড়ন্দ্ব ব্দঞ্চজন্দ্রপ্প ভ্রব্দ ব্দঞ্চনপ্তপুন্দ্বস্ত.

নির্বাক বসন্ত, পাখিরা সংগীতহারা, অরণ্য - প্রকৃতি ঝিমিয়ে আসছে, শিশুরা অস্থির প্র তুলছে, আর জলপ্রবাহ জলস্রোত প্রাণহীন; সারি সারি নিষ্প্রাণ গাছের সারি। এই হল সভ্য মানুষের উত্তর আধুনিক কীর্তিকাহিনী! সমাজ - সচেতন বিজ্ঞানী, বৃহত্তর মানবিক সভ্যতার সংরক্ষণে কলম ধরলেন। যাতে বিজ্ঞানের কোনও সাধন - ফল নির্বিচারে কিছু ব্যবসায়িক কিংবা রাষ্ট্রনেতাদের ইচ্ছাপূরণে যথেচ্ছভাবে আর ব্যবহৃত না হয়। যথার্থ সমাজ - প্রাণ যে মানবকল্যান - পথের সহযাত্রী হয়।

প্রশন তুলেছিল River of Death -এর শেষ স্তবক। কবে আমরা সত্যই গঠনমূলক গবেষণা গড়ে তুলব, যাতে এমন দূষণ আর না ছড়ায়। বিকল্প সাধনায় গড়ে তোলা সামগ্রী হয়ত একদিন জলপ্রাণ - জলস্রোতকে বিষময় আর করে তুলবে না। দূষণকে আটকাবে। চাই সর্বাত্মক মানবিক চৈতন্য---

ড়ন্দ্ধ ভ্রনপ্তপ্ত ব্ধড়ন্দ্ব ম্মাত্তম্ভনন্ত ন্ধ্বন্তম্পপ্পন্দ্ব ব্দত্তন্দ্রন্দ্রনন্তনন্দ্ধব্ধপ্তম্ভত্রভ্রজন্দ্ব ম্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রন্তব্ধব্দ ব্ধপ্স স্তন্দ্বপ্পক্রস্ত ব্দত্তন্তড় ত্রন্তব্ধনম্পঞ্জ

যে রাসায়নিক কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয় এনেছিল, ততদিনে আরও বৃহত্তর দানবীয় রূপ ধারণ করে তা গিয়ে দাঁড়াল---- “an amazing rain of death upon the surface of the earth.” ‘Indiscriminately from Skies’ ---বর্ণনা করল সেই ঐতিহাসিক মৃত্যু - বৃষ্টির। কি ভয়ানক, কত বড় ভুল সেই মারণ ঝরানো হয়েছিল পঙ্গপাল ঠেকাতে। কোথায় সেই পরীক্ষা চালানো হল, না আমেরিকার Long Island -এ, ১৯৫৭ সালে, ঘনবসতি অঞ্চলে -- নগরে গ্রামে, লোকালয়ের আকাশ পথে। Nassan County, Long Island -- নিউইয়র্কের কাছেই ঘনবসতি অঞ্চল। নিউইয়র্কের শহরাঞ্চল, অ ার ঐর্যের গরিমাকে রক্ষা করতে -- যাতে সেখানে পালে পালে কীটপতঙ্গের আত্রমণ না হয়, সেই কারণে Long Island অঞ্চলকে শোষণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। নিউইয়র্কের অহঙ্কার এবং গরিমাকে রক্ষা করতে গিয়ে , Long Island -এর ঘনবসতিতে আকাশপথে -- এরোপ্লেনে ‘ড্ডড্ডব — ন্ত — ন্দ্রত্তন্দ্বপ্ত — প্সনপ্ত’ স্প্রে করা হয়। ব্যাপকভাবে বৃষ্টিরমতে া, ঝরনার পথে আকাশ থেকে নেমে আসতে লাগল ডিডিটি তৈলাক্ত মিশ্রণে। কি তার পরিণতি! বিনা বিচারে এই ভয়ঙ্কর কাজটি করেন Untied States Department of Agriculture (এরোপ্লেন ভাড়া করলেন) আর ত্তন্দ্বভ্র ম্ভপ্সব্জন্স ড্ডন্দ্বম্ন্ত্রজব্ধপ্পন্দ্ধব্ধ প্সন্দ্র টন্ধব্জনন্তত্তপ্তব্ধত্তব্জন্দ্বক্রস্ত ত্তব্জন্সন্দ্বব্ধব্দ সেই বিষ বৃষ্টি করল।

বড়ন্দ্বত্ত ব্দম্নাব্জ্রভ্রন্দ্বস্ত ব্ধড়ন্দ্ব শুব্ত্রজব্ধন্দ্বব্জত্রন্তব্জন্দ্ব ম্মাপ্তপ্সব্ধব্দ প্সন্দ্র ব্দত্তহ্রজন্ত্র, স্তব্জন্দ্ধন্তড়ন্দ্বব্ধত্র ড়প্সত্তব্দন্দ্বভ্রনন্দ্রন্দ্ব প্প্রপ্সন্দ্বত্র স্তন্দ্বব্দম্নান্দ্বব্জ্রব্ধন্দ্ব ন্দ্বন্দ্রন্দ্রপ্সব্জব্ধ ব্ধপ্স ন্তপ্স্লন্দ্বব্জ ড়ন্দ্বব্জ ন্ধ্রব্জস্তন্দ্ধ ন্ধ্বন্দ্রপ্সব্জন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব জপ্সত্রজন্দ্বব্ধ ম্মাপ্তক্রন্দ্ব জন্দ্বত্রন্তড়ন্দ্বস্ত ড়ন্দ্বব্জ,ক্রস্ত ব্দড়প্সভ্রন্দ্বব্জন্দ্বব্ধ ন্দ্বব্দন্দ্বন্তব্ধনন্তনস্তন্দ্ব প্স্লন্দ্বব্জ ন্তড়নপ্তস্তব্জন্দ্বত্রব্ধ ম্মাপ্তত্রত্তক্রস্ত ন্তপ্সপ্পপ্পত্তব্ধন্দ্বব্জব্দত্রব্ধ ব্জ্রনপ্তভ্রন্ত ব্দব্ধ্রব্ধনম্পন্দ্বব. টব্ধ ত্রন্দ্বব্ধ্র স্ত্রত্তপ্সন্দ্বব্ধত্র ন্দ্রন্দ্বন্দ্ব শুব্ত্রজব্ধন্দ্বব্জ ড়প্সত্তব্জব্দ স্তব্জ্রক্রন্স ন্দ্রপ্সব্জপ্পত্র ব্ধব্জপ্সত্তব্ধড় ন্দ্বত্র ন্দ্রনন্দ্বপ্তস্ত ভ্রড়নন্তড় ব্ধড়ন্দ্ব ম্মাপ্তক্রন্দ্বব্দ ড্রস্ত ব্দম্নাব্জ্রভ্রন্দ্বস্ত্র ব্ধন্দ্ধ ড়প্সত্তব্জব্দ প্তব্ধন্দ্বব্জ নব্ধ ভ্রব্দ স্তন্দ্বত্রস্ত. ত্তপ্সব্ধপ্সব্জ ন্তত্রব্জব্দ ভ্রন্দ্বব্জন্দ্ব ব্দম্নাপ্সব্ধব্ধন্দ্বস্ত ভ্রনব্ধড় প্সনপ্তব্দ প্পনপ্রব্ধত্তব্জন্দ্বব্দ, ন্দ্রপ্তপ্সভ্রন্দ্বব্জব্দক্রস্ত ব্দড়ব্জত্তব্ধ্ব ভ্রন্দ্বব্জন্দ্ব ব্জত্তন্দ্বন্দ্বস্ত. চনব্জস্তব্দ, ন্দ্রনব্দড়, ন্তব্জ্রব্ধ্বক্রস্ত ত্তব্দন্দ্বন্দ্রত্তপ্ত ন্দ্বব্দন্দ্বন্তব্ধব্দ ভ্রন্দ্বব্জন্দ্ব ন্সনপ্তপ্তন্দ্বস্ত.

এই হল আগে - পিছে না ভেবে দূষণ সৃষ্টির করার অমানবিক ইতিহাস। যেখানে শয়ে শয়ে গবাদি পশু, ডেয়ারি, মিল্ক কলোনিছিল, তাদের প্রতিবাদেও কোড়ও কর্ণপাত না করে, এই ডিডিটি বৃষ্টি করা হয়েছিল। পরে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল ডিডিটির মারাত্মক দূষণ ঘটছে দূধে এবং গ - মোষেও। ছড়িয়ে পড়ল দূষণ, লাগামছাড়া কালো ছায়া। মানুষই বিজ্ঞান - প্রযুত্তি ও উন্নতির মত্ততায়জীবনবিরোধী শত্তিকেই লোকালয়ে, মানুষের দেহে, জীবপ্রাণ দেহে ছড়িয়ে দিল। সেই সব ঘটনার প্রতিবাদ, চোখ ও মন ফিরিয়ে দেবার মতন বিজ্ঞান সাহিত্য দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং। দিকে দিকে, যেমন ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, টেক্সাস, আলাবামা, ল্যুইসিয়ানা --- প্রভৃতি অঞ্চলেযে সব বিপর্যয় ঘটেছিল, তার বিবরণ সঞ্চয়ন করা হয়েছিল। কি গভীর মরমী সেই অনুসন্ধান। এও যেন আর এক হৃদয় ভেঙে দেওয়া সঞ্চয়িতা। আমেরিকার প্রান্তে প্রান্তে যেখানে এমন কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে তার তথ্য আর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। ঘুরে ঘুরে, কতপরিশ্রমে, কি নিবিড় হ দয়যোগে খুঁজে বেড়িয়েছেন রাচেল কারসন, কোথায পাখিরা স্তব্ধ হল, সহমরণে গেল আপত তুচছ কোন কীট, কাঠ পিঁপড়ের দুর্গতি, জীব বৈচিত্র্যের সংকট, মাছেরা প্রাণ হারাচেছ। জলপ্রাণ, আকাশ - বাতাস মাটি ক্ষেত্র, অরণ্য - বৃক্ষ, সকলের কথা বলেছেন। এযেন সত্যিকার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, একজন চৈতন্যময়ী বিজ্ঞানী লেখিকা। আধুনিক

পৃথিবীর এমন এক কঠিন সময়ে যখন কত বড় ভুলের মাসুল দিতে হচ্ছে---

খৃত্র ধ্বক্ত্রন্তুব্ধ ন্দ Alabama treated in 1959 half of the birds were killed. Species that পুন্নন্দ্ব প্সং ধ্বড়ন্দ্ব ন্ধজপ্সক্তস্তু প্সজ ন্দ্রজন্দ্বশুত্তন্দ্রুব্ধ পুপ্সভ্র‚ন্দ্বধ্বন্দ্বব্ধব্ধনপ্সং বদ্বত্তন্দ্রন্দ্রন্দ্বজন্দ্বস্তু ১০০ স্মান্দ্বজ স্তুন্দ্রুব্ধ প্পপ্সজব্ধব্ধপুনব্ধন্তু*

এ যেন যুদ্ধের মর্মান্তিক বর্ণনা। ভবিষ্যতের বড় বিপদ সংকেত।

এমন সর্বগ্রাসী বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তা মানুষের সচেতনা, দূষণ সম্বন্ধে জ্ঞান, শিক্ষা বিস্তার, সুপরিবেশ নীতি। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান প্রযুক্তির দায়িত্ব, বিকল্প সাধনায় Non destructive Chemicals -এর উদ্ভাবন করা। কৃষিকাজও, বৃহত্তর পরিবেশ ব্যবস্থা ও গৃহবাণীকে শ্রদ্ধা জানানো। এমন কথা মনে করিয়ে দিলেন যুক্তি দিয়ে, হৃদয় ঢেলে, 'Beyond the dreams of the Borgias' অনুচ্ছেদে।

মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্ন তুলছেন। নতুন পরিবেশ বিশৃঙ্খলা, জীবনছন্দে আঘাত হেনেছে। কেমন আঘাত,

‚ন্দ্ব ড্রুন্দ্ব বন্দ্বন্দ্ব ধ্বড্রুব্ধ ধ্বড়ন্দ্বস্তুংপ্সভ্র স্তুপ্সংব্ধপুন্ত্রব্ধন্দ্ব বপ্সনপ্তু, ভ্রব্ধন্দ্বজক্রস্তু ন্দ্রপ্সপ্সস্তু, ধ্বড্রুব্ধ ধ্বড়ন্দ্বস্তু ড্রুন্দ্ব ধ্বড়ন্দ্ব স্মাপ্সভ্রন্দ্বজ ধ্বপ্স প্পন্সন্দ্ব প্সত্তজ বব্ধজন্দ্বপ্পব্দ ন্দ্রনবড়পুন্দ্ববব্দক্রস্তু প্সত্তজ ন্ধজস্তন্দ্রুবক্রস্তু ভ্রপ্সপ্সস্তুপ্তুস্তুব্দ বনপুন্দ্রুব্ধক্রস্তু জ্বনস্তুপুন্দ্ববদ.

Industrial Age-এর এমন পরিবেশ বিপর্যয়কে, ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানুষ প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ প্রাণ শৃঙ্খলায় একেবারে স্থায়ী বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে ফেলল। ঐতিহাসিক ভুলের মাশুল দিতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মকে। যার জন্য তারা কখনও দায়ি নয়। যেমন অসহায় প্রাণী, প্রকৃতির সন্তানেরা। 'The human Price' -এ প্রশ্ন তুলেছিলেন এই কি আধুনিক জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি---

বপ্সস্তুন্তু ভ্রন্দ্বত্রজন্দ্ব স্তুপ্সংস্তুন্দ্বজন্দ্বস্তু ভ্রনব্ধড়ত্র স্তুনন্দ্রন্দ্রন্দ্বজন্দ্রুব্ধ ভ্রন্দস্তু প্সন্দ্র ড্রুন্ত্রজস্তু ধ্বড্রুব্ধ ধ্বড়ন্দ্ব পুত্তজপ্সব্দ ন্দ প্সত্তজ ন্দ্ধনজপ্সংপ্পন্দ্রুব্ধ —ত্র ড্রুন্ত্রজস্তু ভ্রন্দ্ব প্সত্তজবন্দ্বপুন্দ্ববদ ড্রুন্দ্ব ন্দব্ধজপ্সস্তুত্তন্তুন্দ্বস্তু ন্দব্ধপ্স প্সত্তজ ভ্রপ্সজপুস্তুত্রব্দ প্সত্তজ প্পপ্সস্তুন্দ্বক্তু ভ্রুন্তু প্সন্দ্র পুনন্দ্রন্দ্ব ড্রুব্দ ন্দ্ধপ্সপুন্দ্বস্তু.

প্যারাথিয়ন - এর মতন রাসায়নিক অপব্যবহারের ফলে এক গ্রামের পনের হাজার মানুষ চিরতরে বিকলাঙ্গ হল, হাজার হাজার স্নায়ুরোগী সৃষ্টি হল; অদ্ভুত রোগ জিঞ্জার প্যারালিসিস' এর দেখা দিল -- তার জবাব কি তারা দেবে যারা সাম ান্য কতক পোকামাকড় মারতে গিয়ে এত বহু প্রাণনাশের ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ইতিহাস তৈরি করল।

আপাত ক্ষুদ্র অপরিসর জানালার যত সামনে আসা যায়, ততই বিশ্ব আকাশ স্পষ্টতর হয়। চাই সেই দৃষ্টি, যা নৈতিক মূল্যবোধে ঘেরা জীবনমুখী চেতনায় বিশ্ব আকাশের আলোকবার্তা আমাদের জীবনে এনে দেবে। 'বড়জপ্সত্তন্ধড়ত্র ত্তক্তজজপ্সভ্র ‚ন্দস্তুপ্সভ্র' তে তাঁর বিশ্বাস ও ভবিষ্যতমুখী আকাশে স্বচ্ছন্দ বিদগ্ধতায় সামনে এনে দিলেন। আদিকাল থেকে আগামী ভবিষ্যতের প্রাণ সম্বন্ধতার কথামালা। নির্ভীকভাবে প্রশ্ন করেছেন চলমান প্রজন্ম ঐতিহ্যের সংরক্ষণ বিষয়ে। আর আমাদের ব্যর্থতার অখণ্ডতা ও সম্পূর্ণতাকে রক্ষা করছি না বলে পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এমন অব্যর্থ জীবন দর্শনের আর কে ানও বিকল্প নেই।

‚ন্দ্ব স্তুক্ত, নন্দ্র ভ্রন্দ্ব ভ্রনবদড়, জন্দ্বস্তুত্তস্তুন্দ্ব ধ্বড়ন্দ্ব ধ্বড়ন্দ্বজন্দ্বব্ধ ধ্বপ্স প্সত্তজ ন্ধব্দ্রুন্দ্বধ্বনন্তু ড়ন্দ্বজনব্ধন্ধব্দ্ব,ত্র স্মাপ্সবব্দন্দ্ববব্দনপ্সং ধ্বড্রুব্ধ ড্রুব্দ স্তুপ্সপ্পন্দ্ব স্তুপ্সভ্রু ধ্বপ্স ত্তব্দ ধ্বড়জপ্সত্তন্ধড় বপ্সপ্পন্দ্ব ধ্বভ্রপ্স ন্তুপুপুনপ্সং ভ্রুদ্ধজবদ প্সন্দ্র ন্দ্ধপ্সপুত্তব্ধনপ্সংক্রস্তু বন্দ্বস্তুব্ধনপ্সং প্সন্দ্র পুন্নন্দ্ধ স্মাজপ্সব্ধপ্সন্মাপুব্দপ্প,ত্র স্মাপ্সবব্দন্দ্ববব্দনপ্সং ধ্বড্রুব্ধ নব্দ প্সত্তজব্দ ন্দ্রপ্সজ ধ্বড়ন্দ্ব প্পপ্সপ্পন্দ্রুব্ধ প্সংপুন্তু, ত্তুব্ধনপ্তু ভ্রন্দ্ব প্পত্তবব্ধ স্মান্ত্রবদব নব্ধ প্সং ধ্বপ্স ন্ধব্দ্রুন্দ্বক্তুব্ধনপ্সংব ধ্বপ্স ন্তুপ্সপ্পন্দ্ব, ‚ন্দ্বত্রজন্দ্ব স্তুপ্সনন্ধ পুনব্ধধ্বপুন্দ্ব ংপ্সভ্র ধ্বপ্স স্মাজন্দ্ববন্দ্বজুন্দ্ব নব্ধব্দ ন্দব্ধন্দ্বন্ধজনব্ধন্তু

এমন মানবিক দায়িত্ব সম্বন্ধে বারে বারে কখনও কথকতার আঙ্গিকে, কখনও তথ্য চয়নে, আবার বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সচেতন করে দিচ্ছেন। পরিবেশ চেতনার উদবোধনে মানুষের সহৃদয় আচরণের ওপর জোর দিচ্ছেন। বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদদের নিছক ল্যাবরেটরি কক্ষ কিংবা ড্রইং বোর্ড অভ্যাস থেকে বেবার ডাক দিচ্ছেন। সামান্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে বারণ করছেন। বলছেন কোনও কিছু আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবন করলেই উল্লসিত হয়ে নির্বিচারে ভাবনাচিন্তা না করে, ব্যবসায়ীদের হাতে কিংবা রাষ্ট্রনায়কদের হাতে তুলে দিয়ে বিজ্ঞানীরা, প্রযুক্তিবিদরা যেন ক্ষান্ত হন না। দেখতে হবে কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে প্রয়োগ করার পর। চারপাশের উন্নতি হচ্ছে নাকি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে চলেছে। অর্থাৎ এই বিশ্বজগতের, প্রাণ প্রাণীর সুখ দুঃখের খবর রাখতে হবে। আশ্চর্য বিস্ময়ে অণুর অণু, রেণু রেণুর মতন হয়ে, প্রত্যেকের জীবনযাত্রা,

জীবনধারণের খবর রাখবে। তবেই প্রয়োগবিদ, প্রযোগশিল্পী হবেন। যথার্থ প্রাণ - জীবন সংরক্ষিত থাকবে। উৎপাদনের ম াত্রাছাড়া উল্লাসের নাগরিক জীবন যেন ব্যতিব্যস্ত হয় আবার প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষতি হতেই পারে। যদি না জানা থ াকে কি উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে। এই স্তূপীকৃত বোঝা বানাতে গিয়ে। প্রাণজীবনকেও হয়ত তার মাশুল দিতে হয়। সত্যি বলতে কি ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ তে এমন ঘটনাই ঘটেছিল আমেরিকায়। রাচেল কারসন এমন প্রত্যক্ষ ঘটনার স াক্ষী। অভিজ্ঞতায়পুষ্ট। অতবড় জীববিজ্ঞানী, আবার একদিকে প্রতিভাবান লেখিকা। সরব হলেন। প্রতিবাদী পরিবেশ বিজ্ঞ ান সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটল। আমরা লাভ করলাম দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং।

ক্যান্সার আজ আমাদের জীবনে একটা বড় কালো ছায়া। প্রতি বছরে অগুণতি মানুষ এই রোগে মারা যাচ্ছে। এই মার াত্মক ব্যাধিতে মানুষ অসহায়। গরিব দেশের মানুষ এই রোগের চিকিৎসা করাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। একেকটা পরিবার ধবংস হয়ে যাচ্ছে। বিভ্রান্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা। এখনও এই ব্যাধিকে আয়ত্তে আনা যায়নি। কাজেই 'ত্নজন্দ্ধন্দ্ধন্দ্ধনপ্সু নন্দ ব্ধড়ন্দ্ব নপ্পম্মান্দ্বজ্রব্ধন্নন্দ্ব ল্পন্দ্বন্দ্বস্তু' যে কথা তিনি শুন্দ্ব ন্ড ন্দ্ধন্দ্বস্তু ঠপ্সত্তজ এ জানাচেছন। বলছেন পরিবেশ দূষণ এমন মার াত্মক ব্যাধিকে হয়ত ডেকে আনছে। 'ড্রুনজপ্সুপ্পন্দ্ধন্দ্ধপ্ত স্তুত্তবন্দ্বব্দ' কে প্রতিহত করতেই হবে। সজাগ হতে হবে এমন প্রতিঘ াত সম্বন্ধে। সত্যিই কি আমরা তা অনুধাবন করেছি। যদি করতাম তাহলে ১৯৬১ -র দূষণজনিত মহামারি থেকে আমরা শিক্ষালাভ করতাম। প্রাকৃতিক অনিয়ম, বিপর্যয় সংকেত দেখেও আমাদের হুঁশ ফেরেনি। জলীয় দূষণ থেকে মারাত্মক পরিবেশ ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। যা থেকে রোহিত জাতীয় মাছেদের লিভার ক্যান্সার প্রায় মহামারী রূপ নিয়েছিল। ব্যাপক জলীয় দূষণে প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল মানুষ ১৯৬১ সালে আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দেখা দিল সেই ভয়ানক বিপর্যয়। যার বর্ণনা করেছেন রাচেল কারসন। কি তার ভাষা শৈলি আর গভীর অনুসন্ধানী মরমী বিজ্ঞানী দৃষ্টি!---

/ন্দ্ব ব্ধপ্সপুন্দ্বস্ত্রব্ধন্দ্ব স্তুন্তন্দ্বজ স্তুত্তব্দন্দ্ধন্দ্ধন্দ্ব ন্ড প্সত্তজ ন্দ্ধনজপ্সুপ্পন্দ্ধন্দ্ধ প্সত্তজ স্মান্দ্বজনপ্ত,ব্দ ভ্রব্দ স্তুপুন্দ্বজপুস্তু নপুপুত্তবদ্ধস্ত্রব্ধন্দ্বস্তু স্তুব্র জন্দ্বস্তুন্দ্ধ ড্রম্মান্দ্ধন্দ্ধ ঢ ব্ধড়ন্দ্ব বন্দ্মাজন্দ্ধ প্সন্দ্র ১৯৬১ব্র ন্দ্বম্মানস্তুন্দ্বপ্পনন্ত প্সন্দ্র পুন্নন্দ্বজ স্তুন্তন্দ্বজব্রম্মাম্মান্দ্বজন্দ্বস্তুব্রপ্পপ্সন্ধ স্তুন্তস্তুভ্র ব্ধজপ্সত্তব্ধ ন্ড প্লুন্ত ন্দ্রন্দ্বস্তুন্দ্বস্তুপ্ত, বন্দ্ধন্দ্বব্রস্তু ম্মাজন্দ্ধন্দ্ব ড্রব্ধস্তুড়ন্দ্বজনন্দ্বব্দ, বজপ্সত্তব্ধ ন্ড স্তুব্ধড় ন্দ্ধবন্দ্ধন্দ্বজব্রস্তু ভ্রন্দ্ববন্দ্ধন্দ্বজ স্মন্দ্রজব্ধব্দ প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব শুনব্ধন্দ্বস্তু ব্রন্দ্ধন্দ্বব ভ্রন্দ্বজন্দ্বব্রন্দ্রন্দ্বস্তুব্ধন্দ্বস্তু ন্ড বন্দ্পন্দ্বব্রজন্দ্ধব্দ স্মাজ্রস্তুব্ধনস্তুপুপুস্তু ১০০ ম্মান্দ্বজন্তুন্দ্ধন্দ্ধ প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ব্ধজপ্সত্তব্ধ প্লুন্দ্বজ ব্ধড়জন্দ্বন্দ্ব স্তুন্দ্ধজব্দ প্সন্দ্রব্রন্ধন্দ্ব স্তুন্দ্ধন্দ্বপুপ্সম্মান্দ্বস্তু স্তুন্তন্দ্বজ.*

এই পর্যবেক্ষণ বা আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছিল Environmental Cancer section of the National Cancer Institute এর সঙ্গে Fish and Wildlife Service এর যৌথ উদ্যোগে। রাচেল কারসন স্মরণ করিয়েছেন, দায়িত্ব কথা ---- ... so that early warning might be had of a cancer hazard to man from water contaminants.

এরপর প্রকৃতির প্রতিশোধ, 'Nature Fights Back' । গভীর সত্যদর্শনকে আনলে। দেখিয়ে দিলেন অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে থাকল সামান্য পোকামাকড়। মানুষের যুদ্ধের বিদ্ধে আত্মরক্ষার্থে, রাসায়নিকের আত্রমণকে অতিত্রম করে, 'Strains resistance to chemicals' গড়ে তুলল। এই সত্য ঘটনা থেকে আজ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবও চোখে পড়ছে। মশা এমন নাশক শক্তি, অতিত্রমী শক্তি ধারণ করেছে যে নতুন শতাব্দীতে এসেও মশা ম্যালেরিয়াতে পরিবেশ জীবন অতিষ্ঠ। প্রায় মহামারির রূপ নিয়েছে। শহরবাসী, গ্রামবাসী হাড়ে হাড়ে তা টেরও পাচেছ। রাচেল কারসন এই প্রহসনকে ব্যঙ্গ করেছিলেন Nature Fights Back এর প্রথম ছত্রেই---

বপ্স ড্রন্দ্ব জনব্দপ্সন্দ্বস্তু ব্দপ্স প্পত্তন্তড় ন্ড প্সত্তজ ন্দ্বন্দ্রন্দ্রপ্সজব্ধব্দ ব্ধপ্স প্পপ্সত্তপুস্তুব্রব্ধত্তজন্দ্ব ব্ধপ্স প্সত্তজ বন্দ্ধনব্দন্দ্রন্তব্ধনপ্সব্রস্তু স্তুন্দ্বব্ধ ব্ধপ্স ড্রন্দ্ব ন্দ্রনপুন্দ্বস্তু ন্ডব্রন্তড়নন্দ্ধন্ডব্ধপ্সত্তজ ব্ধপ্সপ্ত ভ্রপ্সত্তপুস্তু ন্ডস্তুন্দ্বন্দ্বস্তু স্তু ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রন্দ্বপ্ত নজপ্সু

বলেছিলেন মানুষের প্রকৃতি পরিবেশের ওপর দখল এবং প্রভাব বিস্তার পরিবেশের স্বাভাবিক শোধন ক্ষমতাকে একদিন ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিতে পারে। কমজোরী পরিবেশ আজ নানান রোগ মহামারী এবং জীবন আতঙ্কের যে অন্যতম ক ারণ, দৈনন্দিন জীবনে আমরা তা দেখতেই পাচ্ছি।

দরকার এমন এক জীবনদর্শনের যা, মানুষকে প্রকৃতিমুখী করে। প্রকৃতির জীবনচত্র, জীবনছন্দকে গ্রহণ করেই গড়ে তুলতে হবে উন্নয়ন। সর্বতোমুখী মানবিক আচরণই পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে। সাইলেন্ট স্প্রিং বহু উদাহরণ, নানান তথ্য, বিজ্ঞান প্রযুক্তি তত্ত্ব-- এসব মিলিয়ে এমন এক পরিবেশ সাহিত্যের সূচনা করল, যা পরিবেশ চর্চায় ঐতিহাসিক তো

বটেই; দৃষ্টিভঙ্গি ও বিন্যাস দেখলে বোঝা যাবে কাজটি কতখানি সময়োচিত ছিল। প্রথমদিকে ডিডিটি-র প্রকোপে, পোকামাকড় প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় মারা গেলেও ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মত বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ক্রমশই তারা ডিডিটি বা অন্যান্য রাসায়নিক কীটনাশকদেরই অতিক্রম করে গেল। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকল। আর বহু বিভ্রাটের সৃষ্টি হল। যেমন আজ ম্যালেরিয়া আবার বড় মহামারী হয়ে ফিরে এসেছে। এমন বস্তুতান্ত্রিক বিভ্রাটের সতর্কবার্তা, বৈজ্ঞানিক সত্য প্রাঞ্জল সাহিত্য ভাষায় রাচেল কারসন তুলে ধরেছিলেন। গভীর মননের প্রয়োজন,প্রয়োজন বৃহত্তর অন্তর্দৃষ্টির---

ন্দ্ব ন্দ্বন্দ্বস্তুত্র প্পস্জন্দ্ব ড়নন্ধড়—প্পন্স্তুন্দ্বস্তু প্সজনন্দ্ধক্কন্ধনপ্সক্রস্তুত্র স্তুন্দ্বন্দ্বস্কান্দ্বজ ন্দ্বন্দনন্ধড়ন্ধ, ভ্রড়নস্তুড় ঢ প্পনব্দব্দ ন্দ প্পক্রস্তু জন্দ্বব্দন্দ্বজস্তুড়ন্দ্বব্দ. ন্দনন্দ্রন্দ নব্দত্র প্পনক্স্রস্তুপ্তন্দ্ব ন্ধক্ষস্ত্সস্তু প্সস্তুক্ত স্তুপ্সপ্পস্নাক্তজন্দ্বড়ন্দ্ধব্দনপ্স, ক্রস্তু ভ্রন্দ্ব ব্দড়প্সস্তুপ্তস্তু জন্দ্বন্দ্বজন্দ্ধস্তুন্দ্ব নন্দ্ব ন্দ্বন্দ্ধ ভ্রড়ন্দ্বজন্দ্ব ভ্রন্দ্ব ড্রন্দ্ব ন্ধপ্স ব্দন্ধজস্তুন্ধপ্তন্দ্বত্রন্দ্বব্দন্ধ নন্ধস্থ

খরতর হিমবাহের মতন ঘড় ঘড় শব্দ শুনতে পাওয়ার সময় এসেছে। সময় এসেছে হুঁস ফিরে পাওয়ার, তা না হলে মানুষ এমন বেহিসেবি হিমবাহে ক্ষত বিক্ষত হবে। প্রকৃতির পক্ষে, মানুষের পক্ষেও এমন সমন্বয়ী গবেষণা আদর্শের কথা, স্মরণ করিয়ে দিলেন।

শেষ অনুচেছদ 'বড়ন্দ্ব থন্ধড়ন্দ্বক্ত স্তুস্তু' । কবি রবার্ট -এর 'প্তন্দ্বব্দব্দ ন্ধক্তন্দ্বপ্তন্দ্বস্তু স্তু' এর যেন সন্ধান করছেন। কি চমৎকার প্র। আশঙ্কাজনিত দ্বিধাবিভক্ত জীবন পথের নিশ্চয়তা, আবার অনিশ্চয়তার মতন গভীরজীবন দর্শনের কথা বলেছেন। বলেছেন ভবিষ্যতের কথা। এসব লেখার পর ঘাত প্রতিঘাতের পর কেমন হবে মানুষের মানুষী পথ হাঁটা। দ্রুত উন্নতির মত্ততায় বেসামাল পথে পথে চলতে গিয়ে জীবনকেই অনিশ্চিত করে তোলা; নাকি বিকল্প সাধন করে পৃথিবীর স্থায়িত্বকে রক্ষা করা। রাচেল কারসন বিজ্ঞানী সাহিত্যিক। তিনিই পারেন গভীর জীবন সংকটকে ছন্দহারা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগকে অনবদ্য সাহিত্য ভাষায় মেলে ধরতে। সর্বত্রগামী সেই আশারপথে অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

We stand now where two roads diverge. But unlike the roads in Robert Frost's Familiar poem, they are not equally fair. The road we have long been traveling is deceptively easy, a smooth superhighway on which we progress with great speed, but at its end lies disaster, The other form of the road – the one 'less traveled by' –offers our last, our only chance to each a destination that assures the preservation of our earth.

এত বড় মাপের পরিবেশ দলিলের মতন চোখ খুলে দেওয়া গ্রন্থটির শেষভাগে এত গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে সারকথা যেন বলছেন। সত্যদ্রষ্টারা যেমন বলেন এমন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান এনে দিল, যা অনুভব দিয়েই বোঝা যায়। কত পরিসংখ্যান দিলেন, মিলিয়ে দিলেন নানা সত্যের সারি। একথাও বলেছেন যা ঘটে গিয়েছে, বিপদ এমন আসতে পারে -- সবই সততার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। ভেবে দেখতে হবে ভুলের থেকে কেমন ভাবে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব। প্রয়োগ করব সততার সাধনাকে, স্থিতিযোগ্য পরিবেশ জীবনপথের সন্ধানে।

সততার সাধনায় নিবেদিত প্রাণের সংযোগ দরকার হয়। পৃথিবীর আবাসস্থলের বিপুল শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, নম্রতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়। নৈতিক জীবনমুখী মূল্যবোধ ছাড়া এমন নিবেদন কখনও সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদদের ভুলে গেলে চলবে না, প্রয়োগ সাফল্যই বড় সাফল্য। প্রয়োগকে সুপ্রযুক্ত করতে হলে, মানবিক, বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধতার সমন্বয়ী দৃষ্টি থেকে বৃহত্তর প্রাণ, জড় জীবজগতকে দেখতে হবে। হৃদয়ে স্থান দিতে হবে। সম্মান জানানো হবে তাদের পারস্পরিক সত্তা ও শৃঙ্খলাকে। যদিও সত্যিই সম্মান জানানো হয়, তাহলে নিশ্চয় ঘটবে না। এমন কোনো প্রয়োগ যা প্রাথমিক নম্রতাটুকুও প্রকাশ করতে ভুলে যাবে। যা থেকেআসবে বহু বিপর্যয়। প্রায় শেষ কথার সুরটিকে যেন ধরিয়ে দিয়েছেন। স্মরণ করিয়ে দিচেছন জীবনের অনন্ত জীবন সম্ভাবনা।

স্থন্দ্বপ্রন্ধক্সপ্সজস্তুন্ত্রজস্তু ন্ধস্ক্রন্তুনন্ধনন্দ্বব্দ প্সন্দ্র প্তনন্দ্রন্দ্ব ড্রন্দ্ব ন্ধন্দ্ধ নন্ধপ্সজন্দ্বস্তু স্তু ন্ধড়ন্দ্ব স্নাক্সস্তুন্ধনন্ধনপ্সন্দ্বজব্দ প্সন্দ্র ন্ধড়ন্দ্ব স্তুড়ন্দ্বপ্পনস্তুপ্ত স্তুপ্সন্ধজপ্সপ্ত ভ্রড়প্স ড্রন্দ্ব ক্তপ্সস্তুন্ধড়ন্ধ ন্ধপ্স ন্ধড়ন্দ্বনক্ত ন্ধব্দপ্স প্স 'ড়নন্ধড় প্পন্সস্তুন্দ্বস্তু প্সজনন্দ্ধক্কন্ধনপ্স' প্স ড়স্তুপ্পনপ্তনন্ধস্তু ন্ধন্দ্রপ্সজন্দ্ব ন্ধড়ন্দ্বব্দন্ধ ন্দ্রপ্সজস্তুন্দ্বব্দ ভ্রনন্ধড় ভ্রড়নস্তুড় ন্ধড়ন্দ্বস্তু ন্ধপ্পস্নান্দ্বজ.

প্রকৃতির অস্তিত্ব ও ভারসাম্য রক্ষা করা বিজ্ঞানের দায়িত্ব। পরিবেশ বিপর্যয় কত বহু অঘটন ঘটাতে পারে তার দলিল সাইলেন্টস্প্রিং। রাচেল কারসন বসুন্ধরার প্রাণ প্রতিমার প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান চর্চায় যারা যুক্ত নেই তাদেরকেও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় যুক্ত করেছিলেন। আধুনিক পরিবেশ আন্দোলনকে সর্বত্রগামী করে তুলতে সাইলেন্ট স্প্রিং -এর ভূমিকা যেন অভিভ

াবকের মতন। খুব বড় মাপের পরিবেশ চেতনার নতুন আলো।

এত বড় মানের বিপদ সংকেত জানিয়ে দিলেন রাচেল কারসন। যুক্তি, বুদ্ধি হৃদয় আর তথ্যরাশিতে ভরপুর দি সাইলেন্ট স্প্রিং -কে সত্যিই কি জীবনে গ্রহণ করেছি আমরা। যেকথা 'ছিন্নপত্রাবলী' কিংবা 'স্মৃতির রেখা'র ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। যদি সত্যিই গ্রহণ করতাম, তাহলে কি এই সেদিন দৈনিক সংবাদে এমন খবর বেরত? যেমনটা ডিসেম্বর ১১, ১৯৯৯, ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছিল। এতদিনে বোধহয় তাই, ১৯৬২ থেকে ১৯৯৯, ভারতে 'Centre to ban 18 pesticides' খবর হয়। /বড়ন্দ্ব গুস্লন্দ্বব্জপ্নন্দ্ধব্ধ নব্দ ন্ত ব্ধড়ন্দ্ব স্মাব্জপ্সন্তুন্দ্ববব্দ প্সন্দ্র ব্রুব্বন্ত্ব ১৮ স্মন্দ্বব্দব্ধনন্তুনস্তুন্দ্ববব্দ ভ্রনব্ধড় ব্তস্তুন্দ্ববব্দনব্জ্রস্তুন্দ্ব পুপ্সন্ধ ব্ধন্দ্বব্জপ্প ন্দ্বন্দ্রন্দ্রন্দ্বন্তুব্ধব্দ.* বড় দেরিতে হলেও ভুল বুঝতে আরম্ভ করেছি। সংবাদপত্রে এমনও লেখা হয়েছিল যে,

of the 150 pesticides in use in the country, the centre had already banned 20 including DDT and BHC known as Gamaxyn, ব্ধপ্সনন্তব্ধ ন্তব্ধপ্স স্তুপ্সব্দনস্তুন্দ্বব্জ্রব্ধনপ্স ব্ধড়ন্দ্ব নপুপ্ত —ন্দ্বন্দ্রন্দ্রন্দ্বন্তুব্ধ প্স ব্ধড়ন্দ্ব ব্দপ্সনপুব্রস্তু প্সব্ধড়ন্দ্বব্জ স্তুপ্স — প্সব্জনব্রুনব্দপ্পব্দস্থ

আমেরিকার মতন অতি উন্নত দেশে, মানুষ ভূমি পরিবেশ বিপর্যয়ের মতন প্রত্যক্ষ ঘটনা থেকে শিক্ষিত হয়ে, বহু বড় বড় বাঁধ নির্মাণ প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষের ছন্দ বিনষ্ট করে দেয় এমন অতিকায় নদী বাঁধগুলিকে নিবিড় পরিবেশ জীবন সংস্কৃতির পরিপন্থী বলতেই হয়েছে। বড় ভুলের মাশুল গুণছে বৃহত্তর মানুষ। প্রযুক্তি ও পরিকল্পনা মিলেমিশে নিবিড় জীবন সংস্কৃতি গড়ে তুলবে এমন আশাই করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে এমনটা প্রায়ই ঘটে না। জল - বাঁধ, নদী - বাঁধ নিয়ে পরিবেশ বিতর্কের ও আন্দোলনের ধারা নেমেছে ভারতেও। বিপর্যস্ত মানুষ এক গলা জলে দাঁড়িয়ে সমবেত প্রতিবাদ জানিয়েছে; প্রতিবেদন সাহিত্য প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। পরিবেশ আন্দোলন বৃহত্তর রূপে দেখা দিয়েছে।

।। পাঁচ ।।

বহুজন হিত - দ্য গ্রেটার কমন গুড

১৯৯৯। ভারতের নর্মদা। জলসিন্ধি থেকে নৌকায় যেতে যেতে, ওপারের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, দ্য গ্রেটার কমন গুড এর লেখিকা অরুন্ধতি রায় হেসেছিলেন। হেসেছিলেন খুব জোরে --- 'ট ব্দব্ধপ্সপ্সস্তু প্সন্ত্র ড়নপুপুব্রুস্তু প্তুব্রব্ধড়ন্দ্বস্তু প্সব্রব্ধ পুপ্সব্রস্তু.' বিগত প্রায় দশ বছর ধরে এই নর্মদা বাঁধ প্রকল্পের কাজ হয়। নর্মদা সাগর পরিকল্পনা এবং সর্দার সরোবর পরিকল্পনা, এই বৃহত্তর প্রকল্পের বিশিষ্ট অঙ্গ। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প এখন বড় বাঁধ - এর খরচ হবে প্রায় আকাশছোঁয়া -- আনুমানিক ২০,০০০ কোটি থেকে ২২,০০০ কোটি টাকা। বলা হচ্ছে, বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারতে প্রায় ৩৬০০ বাঁধ নির্মাণ করতে প্রায় ৮০,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। দেখতে হয় আনুপাতিক লাভের ক্ষতিয়ান। পরিবেশ খাতের তথ্য। এইসব প্রকল্পের রূপায়ণে লক্ষ লক্ষ মানুষের, আদিবাসী জগতের ছিন্নমূল হওয়ার ঘটনা। বনভূমি, প্রাকৃতিক প্রজাতির বিনষ্টির কথা। মানুষের উচেছদের তথ্য দিয়েছেন অরুন্ধতি---

India has 3600 big dams – they have devoured 50 million people already. Silently. ব্রপ্সভ্র নব্ধ'ব্দ ব্ধড়ন্দ্ব ব্ধব্রব্জ প্সন্দ্র ব্রব্জপ্সস্তু.

বিপর্যয়ে মানুষ - প্রকৃতি পরিবেশ ছন্দহারা হয়। আর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা, ভূমি - স্থানীয় মানুষ - কর্মছন্দের ত্রিমাত্রিক সমাজজীবন। একজন সাহিত্যিক, সফল সাহিত্য কর্মী -- নর্মদা আন্দোলনের কি এবং কেন জানতে চেয়েছেন। জানতে তো পারতেনই-- কত রকমের জার্নাল, রিপোর্ট, ভিডিও ফিল্ম - তথ্যচিত্র বেশ কিছু পত্র - পত্রিকা পুস্তিকাও রয়েছে; আছে ইন্টারনেট, তথ্যসমূদ্র। কিন্তু তিনি নিজে প্রত্যক্ষ পরিবেশে এসে, দেখছেন, জানছেন। বুদ্ধি - হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। নিশ্চয়ই তথ্য দেখেছেন পড়েওছেন। এই সব ভিত্তি করে মানুষের কথা বলতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। অভিজ্ঞতায় শক্তিলাভ করে, স্বচ্ছন্দ - প্রাঞ্জল ভাষায় তথ্যকে - দৃশ্যকে, কথকতাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করেছেন। সৃষ্টি করেছেন এমন এক ব্যতিক্রমি প্রতিবেদন সাহিত্য। যা পড়লে বেশ ভাবায়। বৃহত্তর মানুষের চেতনা এবং মনসংযোগ আকর্ষণ করতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয়। এমন একটি সমৃদ্ধ মন নিয়ে তিনি নর্মদার অন্দরে প্রবেশ করতে পেরেছেন, যাকে তিনি বলেছেন Curiosity তবে এমন আগ্রহে সৃষ্টিশীল খোঁজাখুঁজি বলতেই হয়। বড় পরিশ্রম করে,

তথ্যকে প্রাণবন্ত করেছেন। চমৎকার গাথা গদ্যে। মানুষ জেনেছে বাঁধ মানুষের জন্যে, নাকি মানুষের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে ভুল পরিকল্পনার পরিচালনায়। কি ক্ষত পরিবেশ বিপদকে ডেকে আনবে। চারপাশের স্থায়ী পরিবর্তন কি প্রকৃতি পরিবেশ মানুষের গৃহবাণীকে বিনষ্ট করে দেবে। ১৯৯৯, মে মাসে একটি ইংরেজি জার্নালে 'দ্য গ্রেটার কমন গুড' প্রচ্ছদ নিবন্ধ রূপে প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। সাম্প্রতিককালে এমন একটি প্রতিবেদন সাহিত্য খুব বেশি হয়নি। দেশে - বিদেশে লেখাটি প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া ফেলেছে। আলোচনা হয়েছে। পক্ষে - বিপক্ষে লেখা হয়েছে। মত ামত প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি সেই জার্নালটিতেই কাছাকাছি সময়ে (জুলাই, ১৯৯৯) লেখাটিকে কেন্দ্র করে সংযে াজনও বেরিয়েছে। প্রত্যুত্তর, সওয়াল জবাব--- এত কিছু হয়েছে। লেখাটিকে কেন্দ্র করে। পরিবেশবিদ, পরিবেশকর্মী, প্রয়ে াগবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী, আবার সাধারণ মানুষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অন্ধতিতাঁর দ্য গ্রেটার কমন গুড দিয়ে। সব থেকে বড় কথা এতকাল ভাসা ভাসা একটা ধ্যান - ধারণা চলে আসছিল নর্মদা নিয়ে -- তার বহু সমাধান করেছেন জেনে বুঝে তথ্য চয়নে সাহিত্যে রূপ দিয়ে। দরকার ছিল এমন একটি কাজের; যা নদীর কথা বলবে, বলবে নদীর জীবন, নদীকে ঘিরে জীবনকথার সংবাদ। নদীর বাঁধের কথা। তার ভালো- মন্দ। বাঁধ ঘিরে ঘটে যাওয়া পরিবেশ বিপর্যয়ের নানান তথ্য। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষতি। গ্রাম সমাজ বিনষ্টের নানা সংবাদ আর ঐহিসাসিক ভুলত্রুটির বিদ্ধে কেন এই পরিবেশ অ ান্দোলন। এতসব কিছু নিয়েই গড়ে উঠেছে লেখাটি। একথাও বলার যে, একজন আধুনিক ভারতীয় লেখকের এমন ইংরেজি প্রতিবেদন ধাঁচের সাহিত্য ভাষাও যথেষ্ট আঁটসাঁটো। সরাসরি, বোধগম্যও হয়। বিন্যাসে কোথাও ছন্দ - পতন ঘটেনি। প্রযুক্তি বিজ্ঞান - সংক্রান্ত কাজে এইকাজ যথেষ্ট গুত্বের। প্রায় বিরল বলা চলে। কারণ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকেরা, অন্তত ভারতে, কোথাও পরিবেশ বিভ্রাট বা প্রযুক্তি সংকটের প্রশ্নে তেমনভাবে মনোযোগ নিয়ে এগিয়ে আসেন না। পক্ষে - বিপক্ষে যেমন হোক না, কেন, যুক্তি ও হৃদয়ের কলম নিয়ে।

আগামী দিনে পরিবেশ চর্চাকে বহু মানুষের নিকটবর্তী করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। ভাবা হচ্ছে পরিবেশ সচেতনত াকেবহুধা করতে একে সাহিত্য - সংস্কৃতির মানুষ চিন্তা পথের মিলনে, জীবন - ঐক্য সাধনাকে এগিয়ে দেবেন। ভারত এখন নানান সমস্যারসামনে। একদিকে দ্রুত উন্নয়ন লক্ষ্য আর একদিকে পরিবেশ সংরক্ষণ। গ্রাম সমাজকে সচলায়িত করা, নগর অতি - নগরকে নিয়ন্ত্রণ করা। একদিকে দারিদ্র, ভূমিচ্যুত হয়ে যাওয়া মানুষের দল, ঘন অন্ধকার ঝুপড়ি, আতঙ্ক, মহ ামারী, অশিক্ষা, পাশ্চাত্য ধাঁচের বিলাসিতার হাতছানি, মেকি জীবন - যাপনের দ্বিধাগ্রস্ত সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি। ধনী অ ারও ধনকে লুঠতে চায়। হাজার হাজার কোটি টাকার বাঁধ প্রকল্প মানে, কিছু মানুষের ও প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষানিক অর্থ ল াভ। উঁচু হয়ে, স্ফীত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক ধনের উল্লাস। এমন উল্লাসেসামিল হন রাজনীতিক দলেরা, তাদের ছায়ায় গড়ে ওঠা মাফিয়া রাজ। লুঠের মালের মাচায়। চাষের জমিতে কত জল এল, এল কত লোনা জল। নদীর অববাহিকায় নাব্যতা কত কমল। নদীর আঘাতই বা কত হল। সত্যিই কত খরচের বিনিময়ে কত লাভ হল, সাধারণ গ্রামের মানুষের আঘাতের খবর পাথুরে, ঠাণ্ডা অফিস ঘরে, আকাশচুম্বী অট্টালিকায়, বাসা পায় না। স্থান পায় না মানুষের ধবনি, মানুষীপরিকল্পনা। আজ খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়, 'তবে পঞ্চভূতবন্ধনকর ইন্দ্রজাল'। যা ছিল 'সকলের গান' মুক্তধারায়। তাই যেন হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়ে যায় তার মর্মর বাণীকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একান্ত নিজস্ব পল্লীজীবনে, 'ছিন্নপত্রাবলী' পর্যায়ে গ্রামের, নদীর সম াজচিত্র পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর পত্রসাহিত্য ধারায়, মানুষের কথা, ঝিপরিবেশ সংবাদরাশি ফুলে ফলে আমাদের পুষ্টি যুগিয়েছিল। সমসাময়িক কালেই 'পঞ্চভূতের ডায়রি'-র মতন পরিবেশ বিজ্ঞান - সাহিত্য আমাদের চারপাশ, উর্ধব াকাশকে চেতনার নাগালে এনে ও দিয়েছিল। ছিন্নপত্রাবলী-র সময় থেকেই বছর বছর 'পল্লী জীবনের গল্প' বাস্তবের পরিপূর্ণতায় আমাদের জীবনযাত্রায় এনে দিয়েছিলেন। বলেও ছেন, 'একসময় ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনকথা'। এই যে সহিতত্বর দৃষ্টি, পৌষের মতন পরিবেষ্টনীকে দেখার জানার প্রবল ইচ্ছা, এতে আছে বিরল বাংলায় পল্লীর বিচিত্র জীবনকথা'। কিন্তু পরিবেশ পরিবেষ্টনীর কথা বলতে গেলে মানুষকে জানাতে গেলে এমন পরিশ্রমী দৃষ্টি, সাহস ও গভীরতা সবই দরকার। পরিবেশ - সংস্কৃতি তার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ত্যাগের সঞ্চয়ে তীরেতীরে গড়ে ওঠা রবীন্দ্রসাহিত্যে, নদী ও নদীর বাঁধ প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছিল প্রযুক্তি ও প্রকৃতির পরিবেশের সংঘর্ষ সংকেত। মানুষের কথা, নদীর জলের, ঝরনার অধিকার, খেত, চাষ - আবাদ -- কোনও কিছুই বাদ যায়নি। নর্মদা সংকট, বাঁধ জলধার, জলছাড়া নিয়ে প্রবল ঝড় উঠেছে, যেখানে অন্ধতি তাঁর সাহিত্যকে ডাক দিয়েছেন সংস্কৃতি - কর্তব্যে -- এমন

প্রেক্ষাপটে ১৯২২ সালে লেখা মুক্তধারা নাটকের প্রাসঙ্গিকতা আবার নতুন ভাবে আমাদের ভাবাচ্ছে। 'মুক্তধারা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, '...যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে --- কেননা যে - মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে -- তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে।' পীড়িত মানুষের কথা মুক্তধারায় এসেছিল। পীড়ন থেকে মুক্তপ্রাণ, যাত্রাপথের মুক্তি পাবে এমন আশা তিনি করেছিলেন। কিন্তু এত বছর পর এসেও যাত্রাপথের প্রযুক্তি সংস্কৃতিতে ঠাঁই পায়নি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রভাবনা! এখনও কি তাই মানুষের খেতের ফসল ভেসে যায়। বুক বুক জলে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের সারি; বনস্পদে বেড়ে ওঠা আদিবাসীরা জানতেই পারে না কিসের বাঁধ, কার বাঁধ! এখনও কি শিবতরাইয়ের মানুষ বাঁধ গড়ার যন্ত্র দেখে বয়ে চলেছে---

'যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে।'

'ঐ ফড়িংএর ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আটকাচ্ছে।'

মুক্তধারায় বাঁধ বেঁধেছে, জল ছেড়ে ভাসানো হবে আর একদিকে। মানুষেরা বলছে---

'আমরা মরে ও মরব না পণ করেছি' আশ্চর্য হতে হয়, আজ এমন কথাই কিন্তু বৃহত্তর নর্মদা, সর্দার সরোবরের বিপর্যস্ত মানুষেরও কান্না ভেজানো প্রতিধবনি। এমন সব ঘটনা, গভীর প্রতিবাদকে অন্ধতি তাঁর লেখায় এনে দিয়েছেন। সরেজমিন অভিজ্ঞতায় জানিয়েছেন আতঙ্কের পরিস্থিতি। কত কত মানুষের গৃহহারা হওয়া, ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা ও বাস্তব পরিস্থিতি।

মুক্তধারায়্য যেমন ছিল, তেমনই অহঙ্করী প্রশাসন আজও স্বাধীন ভারতে, পরাধীন চিন্তার কর্তাব্যক্তিরা আচরণ করে চলেছেন। ভ্রূক্ষেপ করেন না কার জমিতে কে ভেসে যাবে, নদী জলের অধিরাই বা কার, কাদের খেতের ফসল কোথায় ভেসে যায়, কি আসে যায়! তাই উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ, মুক্তধারার প্রেক্ষাপটে, দূতের কথা -- 'কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল ...' পড়তে পড়তে যেন মনে হয়, এ'ত সরদার সরোবর প্রকল্পের ভেসে যাওয়া মুখ্‌দি গ্রামের মানুষেরই যেন প্রাণের কথা। কিংবা 'মানুষ' অভিজিতের দূত এবং 'যন্ত্রী' বিভূতির কথোপকথন প্রাসঙ্গিকতার মাত্রায় যেন বড় সত্য নিয়ে হাজির হয়---

দূত। তারা নিশ্চিত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের খেত---

বিভূতি। চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দূত। সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি। বালি - পাথর - জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।'

আজও কারও সময় নেই। মানবিকতার ভরা, আক্ষেপের সুরে অন্ধতি বর্ণনা করেছেন। ঔদাসিন্য, ঔধ্যত্বের মোড়কে ঢাকা প্রশাসন, শাসকদের আচরণ বাস্তব সমস্যাকে আরও ঘোরালো করে দিয়েছে। নির্মম ঘটনাগুলিকে বিস্তৃত করে, দ্য গ্রেটার কমন গুড -এ লিখেছেন।

The million of displaced people don't exist any more. When history is written they won't be in it. Not even as statistics. Some of them have subsequently been displaced three and four times – a dam, an artillery proof range, another dam, a uranium mine, a power project … The great majority is eventually absorbed into slums on the periphery of our great cities, where it coalesces into an immense pool of cheap construction labor (that builds more projects that displace more people). True, they're not being annihilated on taken to gas chamber, but I can warrant that the quality of their accommodation is worse than in any concentration camp of the Third Reich. They're not captive, but redefine the meaning of liberty"

খুব বড় প্র তুলেছেন। India lives in her villages, we've told in every other sanctimonios ন্মাত্তস্তুনন্ত. বড়ব্ক'ব্দ ত্বপ্তপ্তব্দড়নব্ধ, ন্দত্তব্দব্ধত্র ন্দ্রনন্ধ প্তন্দ্রন্দ্র. India dies in her villages. India gets kicked around in her villages. India lives in her cities."

তথ্য সমৃদ্ধ যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে। দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন করেও, মানুষের কল্যাণে তা আসছে কই।

Certainly India has progressed but most of its people haven’t.

তথ্য সমৃদ্ধ পরিসংখ্যান দিয়েছেন অত্যন্ত গুছিয়ে, সরাসরি প্রতিবেদনে---

ঢদ্ধ’দ ৰ্ধনপ্পন্দ্ব ৰ্ধড়্ক্ষ ন্ড ১৯৪৭, ভ্রড়ন্দ্ধ ন্তুপ্সপ্তুপ্সন্দ্রপ্তুনব্দপ্প ন্দ্রপ্সজপ্পপ্তুপ্তুন্ত ন্দ্ধন্তুন্দ্বস্তু, India was food deficit. In ১৯৫০, ভ্রন্দ্ব ম্মাজপ্সন্তুন্তুন্তুন্দ্বস্তু ৫১ প্পনপ্তুপ্তুনপ্সৃ ৰ্ধপ্সৃন্দ্বব্দ প্সন্দ্র ন্দ্রপ্সপ্সস্তু ৰ্ধজ্ঞন্ড. বপ্সন্তুন্তু ভ্রন্দ্ব ম্মাজপ্সন্তুন্তুন্তুন্দ্ব ন্তুপ্তুপ্সব্দন্দ্ব ৰ্ধপ্স ২০০ ত্তনপ্তুপ্তুনপ্সৃ ৰ্ধপ্সৃন্দ্বব্দ.

ঢদ্ধ, ৰ্ধজত্তন্দ্ব ৰ্ধড়্ক্ষ ন্ড ১৯৯৫, ৰ্ধড়ন্দ্ব ব্দক্ষ্ণন্দ্ব ৰ্ধজ্ঞজনন্দ্বব্দ ভ্রন্দ্বজন্দ্ব প্পন্দ্বজন্দ্রপ্তুপ্সভ্রন্ডদ্ধ ভ্রনদ্ধড় ৩০ প্পনপ্তুপ্তুনপ্সৃ ৰ্ধপ্সৃন্দ্বব্দ প্সন্দ্র ত্তব্দপ্সপ্তুস্তু ৰ্ধজ্ঞন্ড, ঢদ্ধ’ব্দত্রপ্তুব্দপ্স ৰ্ধজত্তন্দ্ব ৰ্ধড়্ক্ষত্রদ্ধ ৰ্ধড়ন্দ্ব ব্দপ্পন্দ্ব ৰ্ধনপ্পন্দ্ব, ৪০ ম্মন্দ্বজ ন্তুন্দ্ধন্ধ প্সন্দ্র ঢন্তুন্ত্র’ব্দ ম্মাপ্সম্মাত্তপ্তুৰ্ধনপ্সৃ — প্পপ্সজন্দ্ব ৰ্ধড়্ক্ষ ৩৫০ প্পনপ্তুপ্তুনপ্সৃ ম্মন্দ্বপ্সম্মাপ্তুন্দ্ব — ভ্রন্দ্বজন্দ্ব প্তুন্নন্ডদ্ধ ন্ধপ্তুপ্সভ্র ৰ্ধড়ন্দ্ব ম্মাপ্পন্দ্বজৰ্ধন্ত প্তুন্ডন্দ্ব. বড়্ক্ষ’ব্দ প্পপ্সজন্দ্ব ৰ্ধড়্ক্ষ ৰ্ধড়ন্দ্ব ন্তুপ্সত্তৰ্ধজন্ত’ব্দ ম্মাপ্সম্মাত্তপ্তুৰ্ধনপ্সৃ ন্ড ১৯৪৭.

খুব পরিশ্রমী, অনবদ্য অর্ন্তদৃষ্টি এবং হৃদয় দিয়ে লেখা এমন প্রতিবেদন সাহিত্যের প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল জ্বলজ্যান্ত সত্যগুলোকে সামনে রাখা। যাতে সকলে বুঝতে পারে, ধরতে পারে সমস্যা কত গভীর রয়ে গেছে। সংগত কারণেই ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে, অমানবিক পরিস্থিতিতে প্রতিবাদী ভাষা রূপ নিয়েছে, প্রাথমিক প্রশ্ন রেখেছেন দেশের কাছে --

শত্তজ প্তুন্দ্বন্তুন্দ্বজব্দ ব্দন্ত ৰ্ধড়্ক্ষ ভ্রন্দ্ব প্পত্তব্দদ্ধ ড্ডন্দ্ব ন্তুন্তুপ্তুন্দ্বজ প্পনব্দব্দনপ্তুন্দ্বব্দ ৰ্ধপ্স ম্মাজপ্সৰ্ধন্দ্বন্তুদ্ধ ত্তব্দ ন্দ্রজপ্সপ্প ৰ্ধড়ন্দ্ব ৰ্ধড়জন্দ্বদ্ধ প্সন্দ্র ন্তুড়ন্দ্রন্তু Pakistan. But who will protect us form ourselves.

ড্ডদ্ধ প্সন্ডস্তু প্সন্দ্র ন্তুপ্সত্তৰ্ধজন্তনব্দ ৰ্ধড়নব্দঙ্গ ভ্রড়প্স প্সভ্রু নব্দঙ্গ ভ্রড়প্স জত্তব্দ নৰ্ধঞ্জ ড্ডদ্ধ’ ৰ্ধপ্সন্ডদ্ধপ্সঞ্জ

মানুষেরই তৈরি এই সমস্যায় মানুষই চাপা পড়ছে। পাঁচ কোটি মানুষ যেখানে হারিয়ে যায়, সেখানে উন্নয়ন - এর সংজ্ঞা ভেবেদেখতে হবে। পরিবেশ সংস্কৃতির বড় শর্তই হল স্থানীয় মানুষ ও ভূমি এবং তাদের কর্ম - কে অগ্রাধিকার দেওয়া। সেই পথেই ভারতের স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে, অসামঞ্জস্যকে, নিবিড় কর্ম সংস্কৃতি ও জীবন সুরক্ষার আয়োজনে দৃঢ় করতেই হবে। তবেই গড়ে উঠবে সামাজিক ও পরিবেশিক স্বাস্থ্য। অভিপ্রেত যা সকলেরই কাছেই।

।। ছয় ।।

লেখাটির প্রথমে বর্ণনা দিয়েছিলেন বেশ কয়েকটি আদিবাসীগ্রামের। যেখানকার স্থানীয় মানুষেরা, শিশুরা বনভূমির মাঝে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা সব জল - তোড়ে ভেসে যেতে পারে। বর্ষায় যখন সর্দার সরোবর জলাধার থেকে তোড়ে জল ধেয়ে আসবে। প্রশ্ন তুলেছেন এমন গভীর আবাসিক সামাজিক, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যা হাজির করে খুব বড় মাপের সত্যকে। প্রতিবাদ জানাচেছন, কিন্তু খুব সংযত, প্রচছন্ন জিজ্ঞাসা দিয়ে ---

ঢ ন্তুপ্সন্তুপ্তুস্তু ব্দন্দ্বন্দ্ব প্তুনৰ্ধৰ্ধপ্তুন্দ্ব ন্তুড়নপ্তুন্তুজন্দ্ধ ভ্রনদ্ধড় প্তুনৰ্ধৰ্ধপ্তুন্দ্বজ ৰ্ধন্তুৰ্ধব্দ ব্দন্তুন্তুৰ্ধৰ্ধপ্তুন্ডদ্ধত্রন্তুজপ্সব্দব্দ ৰ্ধড়ন্দ্ব প্তুন্তুব্দন্তুম্মান্দ্ব প্তুনন্সন্দ্ব প্পপ্সৰ্ধপ্সজনব্দন্দ্বস্তু ম্মান্দ্ধন্তুৰ্ধব্দ. ঢ প্সৃন্দ্বভ্র ঢ ভ্রুব্দ প্তুপ্সপ্সন্সন্ডদ্ধত্র ন্তুন্নন্নপুনন্ত্রৰ্ধনপ্সৃ প্সপ্তুন্তুন্দ্বজ ৰ্ধড়্ক্ষ ড্রন্ডন্তুন্তুনব্দপ্প, ব্দপ্তুৰ্ধন্দ্বস্তু — ৰ্ধন্তুৰ্ধনপ্সৃন্দ্বস্তু ছন্তু ড়ন্দ্ব ড়নন্ধড়ন্দ্বব্দদ্ধ ন্তুপ্সত্তজদ্ধ ন্ড ৰ্ধড়ন্দ্ব প্তুন্তুগ্ন —ৰ্ধপ্স ন্ধ স্তুজপ্সভ্রুন্দ্বস্তু ৰ্ধড়নব্দ প্পপ্সৃব্দপ্সপ্সৃ ভ্রড়ন্দ্ধ ৰ্ধড়ন্দ্ব ভ্রৰ্ধন্দ্বজব্দ প্সন্দ্র ৰ্ধড়ন্দ্ব ত্রজন্তুজ ত্রজপ্পন্দ্বজ জন্দ্বব্দন্দ্বজ্ঞপ্সনজ ভ্রনপ্তুপ্ত জনব্দন্দ্ব ৰ্ধপ্স ব্দত্তপ্পন্দ্বজৰ্ধন্দ্ব নৰ্ধ.

বিচিছন্ন হয়ে যাবে ভারতের আদিসভ্যতা, ভেসে যাবে মানুষ। খুব গভীর প্রশ্ন তুলেছেন। যে কোন প্রযুক্তিকে মানবিক অবয়বে, প্রয়োগে রূপায়নে মানুষ ও প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধতাকে সংরক্ষিত রাখতে হবেই। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, মানুষের বাসস্থানের ইতিহাস, অরণ্য ভূমি - সংস্কৃতি -- এ সবই পরিকল্পনায় রাখতে হবে। তা না হলে আপাত সামান্য আঘাতের, ভুলের প্রয়োগে -- মানব প্রকৃতি পরিবেশ সভ্যতাই ভেঙে পড়বে। যত বড়ই প্রকল্প হোক না কেন, সেইসব প্রকল্প গড়ার আগে, একেবারে প্রাথমিক স্তরে, স্থানীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক পরিবেশের বিস্তৃত সমীক্ষা এবং সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণের অবশ্যই দরকার। তা না হলে কি ভয়ঙ্কর পরিবেশ ক্ষতের যে সৃষ্টি হয় তার নানা পরিচয় এই প্রতিবেদকের রয়েছে।

উন্নয়নের বিপক্ষে নিশ্চয়ই তিনি নন। উন্নয়ন স্থানীয় মানুষ ও তার চারপাশের অবস্থান মানিয়ে গড়ে উঠবে। কথা হচ্ছে এমন উন্নয়ন যেন না হয় যে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয়ে গেল, অথচ তার থেকে বেশি টাকার ক্ষতি হল

পরিবেশের। এমন স্থায়ী পরিবর্তনে বিনষ্ট হবে মানুষ ও তার ভূমিজ সংস্কৃতি। দলে দলে ছিন্নমূল তৈরি হবে। গ্রামসমাজ হয় বিনষ্ট। কিছু মানুষের সুবিধা দেখতে বৃহত্তর মানুষ বিপর্যস্ত হল। ইকোলজি বিধবস্ত, ভবিষ্যত পরিবেশ অনিশ্চিত।

এমন ধরনের পরিকল্পনা নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতের এমন বহু দৃষ্টান্ত অন্ধতি দিয়েছেন যা থেকে আধুনিক ভারতের সর্বতোমুখি পরিকল্পনা বিষয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতেই পারে। নাগার্জুন সাগর বাঁদ ভাক্‌রা নাঙাল, বারগি বাঁধ প্রভৃতির প াশাপাশি বিদেশের বড় বাঁধের প্রসঙ্গও এনেছেন। যাতে মানবিক চৈতন্যের উদয় হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে শুনিয়েছেন গ্রামব াসীদের ক্ষোভ, আদিবাসীদের আশঙ্কার কথা। খুবই আশাপ্রদ যে পাশাপাশি বাস্তুব্যবস্থারও অবস্থান জানিয়েছেন। কোন প্রেক্ষাপটে, ঝিব্যাঙ্ক এগিয়ে এল। আর কেনই বা তারা পিছিয়ে গেল সেই সব তথ্য রয়েছে।

ভারতের তীব্র বাস্তব অবস্থার কথা তুলেছেন। যাকে বলা যেতে পারে বাঁচার অধিকার উন্নয়নের শর্ত সম্বন্ধতার দর্শন। কি পরিবেশে মানুষ আজ বাস করছে--- "…one-fifth of our population – 200 million people – doesn't have safe drinking eater and two – thirds – 600 million – lack?? Sanitation."

যথার্থ মন না থাকলে, মনন হবে কি করে। আজ মনন ছাড়া, ভবিষ্যতমুখি পরিবেশ ও স্থিতিযোগ্য উন্নয়নই বা হবে কি করে। এই প্রশ্ন আজ দিকে দিকে, স্বদেশ - বিদেশে। আগে জানতে হবে দেশকে -- তার মানবিক - সামাজিক ভূগোলকে, ম ানসিক স্বাস্থ্য, বাহ্যিক স্বাস্থ্য-র সব খবর রাখতে হবে। তবেই প্রকল্প, প্রযুক্তি -- প্রয়োগশিল্পের স্তরে মাথা উঁচু করে মানুষ ও প্রকৃতি পরিবেশের বন্ধু হবে। দরকার হবে, মুক্ত জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা। যথার্থ পরিবেশ - সংস্কৃতি গড়তে খোপবদ্ধ বিদ্যাচর্চা, সংকীর্ণ মনোভাবকে বাতিল করতে হবে। একুশ শতকের দিশা আজ পরিবেশ শতকের। একক ভাবে কোন্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি এত বড় মানবিক সমস্যার মোকাবিলা আর হাত করে উঠতে পারবে না। দ্য গ্রেটার কমন গুড - কে বিস্তৃত করতে হলে নিজেদেরকে বিস্তৃত করতেই হবে। একে অপরের চিন্তা ঃ ভাবনার সম্মিলনেই বৃহত্তর পরিবেশ সমাজ, পরিবেশ - সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। কোনও প্রকল্প গড়ার আগে আন্তসম্পর্কযুক্ত চোখের দেখা মনের দেখার ঐকতান, শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে প ারে। এ ভূমি কার, নদী কাদের, বনভূমি কিংবা ঝরনা জলের মাছ -- এদের যে আছে পরিবেশের অধিকার। এই বোধ, ভ ালবাসা গড়ে তুলতে পারে। যে ভালোবাসায় প্রযুক্তি, মানবিক পরিবেশ সংস্কৃতিতে উত্তীর্ণ হন। এমন উত্তরণের ভাষায় একজন সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পীর সমান দায়, দায়িত্ব।

এই দায়িত্বই রাম বাই - এর দুঃখ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারবে। রাম বাই, যিনি উদ্বাস্তু। জববলপুরের ঘিঞ্জি অস্ব াস্থ্যকর বস্তিতে বাস করেন। যার বাপ - পিতামহের আপন সবুজ গ্রাম ভেসে গিয়েছে নর্মদার ওপর বারগি বাঁধ নির্মাণ করতে। তার কথা প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে শোনার সময় হয়েছে, যথার্থই দ্য গ্রেটার কমন গুড - কে অগ্রাধিকার দিতে। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল তার প্রিয় গ্রামট যুগ যুগ ধরে রাম বাই-র যেখানে স্বাভাবিক প্রাকৃত নিয়মে বেড়ে উঠেছিল; গড়ে ুঠেছিল তাদের লোক জীবন - সংস্কৃতি -- মানুষের তৈরি প্লাবনে মানুষকেই ভাসিয়ে দিল। রাম বাই বাস্তুচ্যুত, নেই চকিতের বস্তিতে দলা পাকিয়ে গেল তাদের প্রকৃতিমুখি জীবন স্থানিক কর্মঐতিহ্য। ডুবে গেল প্রাচীন অরণ্য সভতা, বিরল স্থানিক প্রজ াতি। রামবাই প্রশ্ন তুলেছিল --- "Why didn't they just poison us? Then we wouldn't have to live in this shit–hole and the government could have survived alone with its precious dam all to itself." এইখ ানেই অন্ধতির দ্য গ্রেটার কমন গুড - এর সবথেকে বড় সাফল্য। মন চোখ খুলে দেয়। কি করতে গিয়ে কি করে ফেলেছি অ ামরা! তার সামনাসামনি করে দেয় সকলকে।

।। সাত ।।

এমন কর্তব্য বড় আকারে সাইলেন্ট স্প্রিং (১৯৬২) পালন করেছে। কত বড় পরিবেশ জীবন জিজ্ঞাসা আর যাত্রী হবার সংকল্পের কথা 'স্মৃতির রেখা' (১৯২৫-২৮) জাগিয়েছে। কৃতির সঙ্গে সুবৃহৎ আত্মীয়তার প্রতিমা 'ছিন্নপত্রাবলী' (১৮৮৭-১৮৯৫) এনে দিয়েছে। ছিন্নপত্রাবলী থেকে দ্য কমন গ্রেটার গুড (১৯৯৯) প্রায় একশ বছরেরও বেশি সময়ের প্রেক্ষাপট। উনিশ শতকের সেষ অধ্যায় থেকে বিশ শতকের প্রায় সেষ পর্যায় পর্যন্ত মানুষ ভূমি ও পরিবেশ নিয়ে এই চারটি ব্যতিক্রমি সাহিত্যের বিস্তার। পত্রসাহিত্য, ডায়ারি - সাহ্যিত, বিজ্ঞান - সাহিত্য, আর প্রতিবেদন সাহিত্য। প্রায় সবক্ষেত্রেই দেখা য াচ্ছে যে লেখকরা প্রত্যক্ষ পরিবেশে (যাকে বলে experience 'at site') থেকে আন্তরিকতা - অভিজ্ঞতায় মানুষ ও

প্রকৃতির কথা বলেছেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে, বাস্তবিক বাস্তব্যবস্থার কথা, পরিবেষ্টনীর প্রভাব এবং মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির নিত্য ছন্দের সত্যগুলিকে তুলে ধরছেন। পরিবেশকে বুঝতে হলে ভালবাসার শর্ত থাকে। তা না হলে, নিছক বুদ্ধি দিয়ে গভীরের তল পাওয়া শক্ত। মানুষ বুদ্ধি বলে বাহুবলকে প্রকৃতির ওপর চাপিয়ে দিতে পেরেছে। আজও করে চলেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দূষণ সমস্যা মানুষের বিদ্ধে মানুষকেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ছিন্নপত্রাবলী, স্মৃতির রেখা, সাইলেন্ট স্প্রিং, দ্য গ্রেটার কমন গুড--- পরিবেশের স্বপক্ষে, বেহিসেবি মানুষের বিপক্ষে, অনৈতিক আচরণের বিদ্ধে বড় প্রতিবাদ। অবশ্যই পরিবেশমুখি চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুব বড় শক্তি। এমন সাহিত্য, যা ভিন্ন ধারায় -- একাধারে অনেকটাই সহজিয়া বর্ণনায় আবার - ওদিকে বিদগ্ধ জিজ্ঞাসায় ভরপুর। প্রশ্ন তুলছে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে। মানব সভ্যতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এসে পড়েছে। আর এসেছে খুব বড় মাপের বৌদ্ধিক মানবিক আদর্শকথা, যে কোনও তুচ্ছই তুচ্ছ না যাকে আমরা তুচ্ছ ভাবছি, তাই কিন্তু এই বিপুল পরিবেশ প্রাণের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রযুক্তি সভ্যতা ও মানুষের অগ্রগতির অপরিহার্য সত্যশক্তি। বিজ্ঞানকে প্রয়োগ শিল্পে উত্তীর্ণ হতে হলে চাই মানবিক দৃষ্টি ও মনন। উদার দৃষ্টি ও গভীর মমতায় ভরা মনের পুষ্টি আসে সাহিত্য - সংস্কৃতি থেকে। প্রকৃতিমুখি সাহিত্য, এমন সব অভিজ্ঞতা এনে দেয়। যা থেকে প্রকৃতি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণ প্রাণী সমাজের ছন্দ, বাস্তব জগতের আয়ত্বে এসে পড়ে। বোঝার ক্ষেত্রে সহজ হয়ে যায়। বিজ্ঞান আর সাহিত্য - সংস্কৃতি মিলে যে সমন্বয়ী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে পারে, তার প্রয়োজন প্রযোগবিদ্যায় অত্যন্ত গুত্বের। পরিবেশ - সংস্কৃতি গড়ে তুলতে অপরিহার্য।

যে সব গ্রন্থের, আলোচনা করা হল সেগুলি আন্তসম্পর্কযুক্ত প্রয়োগবিদ্যা চর্চায় যথেষ্ট গুত্বের। এমনকি আধুনিক মানুষের সবথেকে যে বড় ভুল -- প্রকৃতি পরিবেশের ভারসাম্যকে আঘাত করা, ছন্দচ্যুত করে ফেলা; এমন সব বড় ভুলের বিদ্ধে লেখা বুদ্ধি ও হৃদয় যোগে শ্রেষ্ঠ পরিবেশ চেতনা। 'ছিন্ন পত্রাবলী' এই বিপুল বিশ্বজগৎ বিশ্বপ্রাণের সপক্ষে নৈতিকতার দলিল। 'স্মৃতির রেখা' এমনই সবুজ দর্শনের সন্ধান করেছে, যা আগামী দিনের পরিবেশ সচেতন মানুষের বড় কর্তব্য। প্রকৃতি প্রাণ পরিবেশ মাঝে স্থান লাভ করে। অতীতের অবস্থার কথা ভেবে - বুঝে, ভবিষ্যতের পথকে প্রত্যক্ষ করা। যে পথে চলতে গেলে সচেতন পরিবেশ - দাত্রী হতে হবে। এই ধরিত্রীর সহযাত্রীদের কথা যে ভাবছে, সেই তো পরিবেশের সবথেকে বড় বন্ধু। দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং শুধু যে মারাত্মক পরিবেশ ক্ষতের খবর এনে দিয়েছে তা তো নয়; দেখিয়ে দিয়েছে এমন ভুল থেকে ভবিষ্যতের মানুষ যেন শিক্ষা নেয়। পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এমনচৈতন্য আজও সবথেকে প্রয়োজনীয়। আর দ্য গ্রেটার কমন গুড প্রমাণ করে দিয়েছে মানুষের সনাতন পরিবেশ জীবন ও জীবিকা সংস্কৃতি-তে, কিছু ভুল পরিকল্পনা কত বড় পারিবেশিক বিপর্যয় আনতে পারে। উন্নয়ন, পরিবেশ এবং স্থিতিযোগ্য মানুষী ভবিষ্যতেরস প্রশ্ন থেকে গিয়ে সাহিত্য এগিয়ে এসেছে। প্রযুক্তি পরিকল্পনা তা থেকে সমৃদ্ধ হবে। অগ্নিময় উৎসাহ, জীব-জীবনমুখি পরিবেশকথাকে স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জলতায় আমাদের জীবনযাত্রায় এনে দিয়েছে। এমন সাহিত্য, যাকে পরিবেশ সাহিত্য বলা যেতেই পারে, খুব সুলভ্য নয়। বৃহত্তর পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তুলতে, সর্বস্তরের মানুষের চেতনার উদবোধনের প্রয়োজন হবে। এমন সব সাহিত্য - সংস্কৃতির ঐতিহ্য গুলিকে পারিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশ্লেষণের সময় এসেছে। তাতে মানব - জীবপ্রাণ ভবিষ্যত অনেক বেশি সুরক্ষিত হবে।

যে কোনও পরিবেশ কেন্দ্রিক পরিকল্পনা তার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবে। সমন্বয়ীচর্চা ছাড়া পরিবেশ আন্দোলন, পরিবেশ চেতনা কখনই গড়ে উঠতে পারে না। সর্বত্রগামী পরিবেশ চেতনা ছাড়া এই ধরিত্রীর যথার্থ মঙ্গলসাধনা কখনও সম্ভবপর হবে না। মানুষেরপরিবেশমুখি আচরণেই বিপর্যস্ত এই জীবন আবার সংগীতময় হয়ে উঠতে পারে। বিশাল প্রযুক্তির সব থেকে বড় উন্নতির পর, ঐ বিশ শতকেই এসে গেছে সব কিছু প্রায় পেয়েও, জীবনপ্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মানুষ যাত্রাপথে, সহযাত্রীদের কথা ভাবতে ভুলে যাচ্ছে -- বুদ্ধিময়তার উল্লসিত মানুষ চলছে। আগামী দিন, পৃথিবী পরিবেশের প্রতি সম্মান জানানোর শতাব্দী। আর যেন বড় বড় ভুল আমরানা - করি। বিজ্ঞান প্রযুক্তি, সাহিত্য - শিল্প, মিলে মিশে যে পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে তুলবে সেই হবে যথার্থ প্রাণময়তার ভরা জীবন সংস্কৃতি। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ প্রকৃতি, নদী - বায়ু -জল, পশু - প্রাণী - কীটপতঙ্গ আজ আর সুখে নেই। 'মাতৃক্রোড়ের আতপ্ত স্পর্শে' কোথাও বিঘ্ন ঘটে চলেছে। দারিদ্র, ক্ষুধা, দূষণ ও অসামঞ্জস্য জীবনবাণী - কে সংগীতহারা করে তুলেছে। বসন্ত নির্বাক। বৃহত্তর সকলের ভালো, আর ঘর পাচ্ছে না। একঝোঁকা উন্নতির সভ্যতায় জগতের গৃহবাণী বিপন্ন হয়ে চলেছে।

ভবিষ্যৎ - মানুষ কখনই এমন ভুলকে স্থায়ী করবে না। শিক্ষা লাভ করে শুধরে নেবে। সভ্যতার ইতিহাস, নব জাগরণের আলো সেই কথাই তো বলে। জীবন সত্য সাধনা, নৈতিক মূল্যবোধ --- পৃথিবীর কাল আলো করা পারিবেশিক আচরণ আবার ফিরিয়েই আনবে। মানব জীবন এমন সব বিজ্ঞান - প্রযুক্তি, পরিকল্পনা ও সাহিত্য - সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটাবে যা হয়ে উঠবে একুশ শতকের শ্রেষ্ঠ সংগীত। বসন্ত আসবে, সংগীত নিয়ে। পাখিরা মেতে উঠবে গানে গানে। বিস্মিত অপু ভবিষ্যতের সবুজ গ্রাম পথে নীলকণ্ঠ পাখিকে খুঁজে পাবে। স্থানিক বিরল প্রজাতিরা ফিরে আসবে বনপথে। বাস্তুহারা রাম বাই, নর্মদার কোল ঘেঁষা লোকজীবনে আবার বাসা ফিরে পাবে। বিষের কথা ভুলে, জীবন - আনন্দের গান গাইবে। পরিবেশ পত্রগুলোকে, মিলিয়ে নিয়ে প্রাকৃত মানুষ স্বচ্ছন্দ পৌষে মাথা উঁচু করে যেন বলতে পারে -- 'আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালবাসি'।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com